দাদা ভগবান প্ররূপিত

সেবা - পরোপকার



তোমার ফল যদি অন্যকে প্রদান করো তাহলে প্রকৃতি তোমারটা চালিয়ে নেবে

Bengali

দাদা ভগবান প্ররূপিত

সেবা-পরোপকার

মূল গুজরাতী সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমিন
বাংলা অনুবাদ : মহাত্মাগণ

প্রকাশক : শ্রী অজিত সি. প্যাটেল
দাদা ভগবান আরাধনা ট্রাস্ট
দাদা দর্শন, ৫, মমতাপার্ক সোসাইটি,
নবগুজরাট কলেজের পিছনে
উসমানপুরা, আহমেদাবাদ – ৩৮০০১৪
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail : info@dadabhagwan.org

ভাবমূল্য : 'পরম বিনয়' আর
'আমি কিছু জানি না' এই জাগৃতি

দ্রব্যমূল্য : ২০ টাকা

প্রথম মুদ্রণ : 1st, November 2018

মুদ্রণ সংখ্যা : ১০০০

মুদ্রক : B–99, Electronics G.I.D.C
K-6 Road, Sector 25
Gandhinagar – 382044
E-mail : info@ambaoffset.com

ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০৩৪১ / ৪২

ত্রি-মন্ত্র



নমো অরিহন্তানম্

নমো সিদ্ধানম্

নমো আয়রিয়ানম্

নমো উবজ্ঝায়ানম্

নমো লোয়ে সব্বসাহুনম্

এ্যায়সো পঞ্চ নমুক্কারো ;

সব্ব পাবপ্পনাশনো

মঙ্গলানম চ সব্বেসিম্ ;

পঢ়মম্ হবই মঙ্গলম্ ১

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ২

ওঁ নমঃ শিবায় ৩

জয় সচ্চিদানন্দ







দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত হিন্দী পুস্তকসমূহ

১. জ্ঞানী পুরুষ কি পহেচান
২. সর্ব দুঃখোঁ সে মুক্তি
৩. কর্ম কে সিদ্ধান্ত
৪. আত্মবোধ
৫. অন্তঃকরণ কা স্বরূপ
৬. জগৎকর্তা কৌন ?
৭. ভুগতে উসী কি ভুল
৮. অ্যাডজাস্ট্ এভরিহোয়্যার
৯. টকরাও টালিয়ে
১০. হুয়া সো ন্যায়
১১. চিন্তা
১২. ক্রোধ
১৩. ম্যাঁয় কৌন হুঁ ?
১৪. বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামী
১৫. মানব ধর্ম
১৬. সেবা-পরোপকার
১৭. ত্রিমন্ত্র
১৮. ভাবনা সে সুধরে জন্মোজন্ম
১৯. দান
২০. মৃত্যু সময়, পহেলে ঔর পশ্চাৎ
২১. দাদা ভগবান কৌন ?
২২. সত্য-অসত্য কে রহস্য
২৩. প্রেম
২৪. অহিংসা
২৫. প্রতিক্রমণ (সংক্ষিপ্ত)
২৭. কর্ম কা বিজ্ঞান
২৮. চমৎকার
২৯. বাণী, ব্যবহার মেঁ. . .
৩০. প্যয়সোঁ কা ব্যবহার (সংক্ষিপ্ত)
৩১. পতি-পত্নী কা দিব্য ব্যবহার (সং)
৩২. মাতা-পিতা ঔর বচ্চোঁ কা ব্যবহার (সং)
৩৩. সমঝসে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (সং)
৩৪. নিজদোষ দর্শন সে. . . নির্দোষ
৩৫. ক্লেশ রহিত জীবন
৩৬. গুরু-শিষ্য
৩৭. আপ্তবাণী - ১
৩৮. আপ্তবাণী - ২
৩৯. আপ্তবাণী - ৩
৪০. আপ্তবাণী - ৪
৪১. আপ্তবাণী - ৫
৪২. আপ্তবাণী - ৬
৪৩. আপ্তবাণী - ৭
৪৪. আপ্তবাণী - ৮
৪৫. সমঝসে প্রাপ্ত ব্রহ্মচর্য (উত্তরার্ধ)

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাতী ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org - তেও উপলব্ধ ।

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা ‘‘দাদাবাণী’’’ পত্রিকা হিন্দী, গুজরাতী ও ইংরাজী ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয় ।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সঙ্কুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ - কালোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অডালজ, জিলা : গান্ধীনগর, গুজরাত - ৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০,
E-mail : info@dadabhagwan.org

দাদা ভগবান কে ?

১৯৫৮ সালের জুন মাসের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬'টার সময় ভীড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর ৩-এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মুলজীভাই প্যাটেলরূপী দেহমন্দিরে প্রাকৃতিকভাবে, অক্রমরূপে, বহুজন্ম ধরে ব্যক্ত হওয়ার জন্যে ব্যাকুল দাদা ভগবান পূর্ণরূপে প্রকট হলেন — অধ্যাত্মের এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য প্রকট হল। অলৌকিকভাবে এক ঘণ্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হল। 'আমি কে ? ভগবান কে ? জগত কে চালায় ? কর্ম কি ? মুক্তি কি ?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সমস্ত রহস্য সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হল। এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বকে এক অদ্বিতীয় সম্পূর্ণ দর্শন প্রদান করল যার মাধ্যম হলেন গুজরাত-এর চরোতর ক্ষেত্রের ভাদরন গ্রাম নিবাসী পাটীদার শ্রী অম্বালাল মুলজীভাই প্যাটেল যিনি কণ্ট্রাকটরি ব্যবসা করেও সম্পূর্ণ বীতরাগী ছিলেন।

'ব্যবসাতে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্মতে ব্যবসা নয়' এই নীতি অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারোর কাছ থেকে অর্থ নেননি, উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদের তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন।

ওনার অদ্ভুত সিদ্ধজ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা ওনার যে রকম প্রাপ্তি হয়েছিল, তেমনই অন্য মুমুক্ষুদেরও তিনি কেবল দু' ঘণ্টাতেই আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন। একে অক্রম মার্গ বলে। অক্রম অর্থাৎ বিনা ক্রমের আর ক্রম মানে সিঁড়ির পরে সিঁড়ি — ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফট্-মার্গ, সংক্ষিপ্ত রাস্তা।

উনি স্বয়ংই 'দাদা ভগবান'কে ? এই রহস্য জানাতেন। উনি বলতেন "যাকে আপনারা দেখছেন তিনি দাদা ভগবান নন। তিনি তো এ. এম. প্যাটেল ; আমি জ্ঞানী পুরুষ আর আমার ভিতর যিনি প্রকট হয়েছেন তিনিই 'দাদা ভগবান'। দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ। উনি আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যেই আছেন, আপনার মধ্যে অব্যক্তরূপে আছেন, আর আমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত অবস্থায় আছেন। 'দাদা ভগবান'কে আমিও নমস্কার করি।"

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিঙ্ক

'আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। তারপরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না নেই ? পরের লোকেদের রাস্তার প্রয়োজন আছে কি না ?

— দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রাম-শহরে, দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমূক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন। দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবেহন অমিন (নীরুমা) -কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহত্যাগের পর নীরুমা একইভাবে মুমূক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্তভাবে করাতেন। দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। নীরুমা-র উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমূক্ষুদের আত্মজ্ঞান করাতেন যা নীরুমা-র দেহবিলয়ের পর আজও চলছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমূক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব নিয়ে থাকেন।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষলাভার্থীর পথপ্রদর্শক হিসাবে অত্যন্ত উপযোগী প্রমাণিত হবে, কিন্তু মোক্ষলাভ -এর জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য। অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ আজও উন্মুক্ত আছে। যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপই শুধু পারে অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে, তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে।

নিবেদন

আত্মবিজ্ঞানী শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল, যাঁকে লোকে 'দাদা ভগবান' নামেও জানে, তাঁর শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম এবং ব্যবহার জ্ঞান সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বাণী নিঃসৃত হয়েছিল , তা রেকর্ড করে সংকলন এবং সম্পাদন করে গ্রন্থরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমান সংকলন মূল গুজরাতী পুস্তকের অনুবাদ।

জ্ঞানী পুরুষ পরমপুজ্য দাদা ভগবানের শ্রীমুখ হতে অধ্যাত্ম তথা ব্যবহার জ্ঞান সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্গত সরস্বতীর এক অদ্ভুত সংকলন এই পুস্তক যা পাঠকবর্গের কাছে বরদান স্বরূপ।

এই অনুবাদে বিশেষরূপে এই খেয়াল রাখা হয়েছে যে পাঠক দাদাজীর বাণীই শুনছেন এরকম অনুভব করেন। ওনার হিন্দী সম্পর্কে ওনার কথাতেই বললে, 'আমার হিন্দী মানে গুজরাতী, হিন্দী আর ইংরাজী-র মিশ্রণ, কিন্তু যখন 'টী' (চা) তৈরী হবে তখন ভালোই হবে।'

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থরূপে অনুবাদ করার প্রযত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞান –এর যথার্থ আধার, যেমনকার তেমন, আপনি গুজরাতী ভাষাতেই অবগত হতে পারবেন। মূল গুজরাতী শব্দ, যার বাংলা অনুবাদ উপলব্ধ নয় তা ইটালিক্স্–এ লেখা হয়েছে। যিনি জ্ঞান–এর গভীরে যেতে চান, জ্ঞান–এর সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে চান তিনি এই কারণে গুজরাতী ভাষা শিখে নিন, এই আমাদের নম্র বিনতি। এই বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রত্যক্ষ সৎসঙ্গে তার সমাধান লাভ করতে পারেন।

এই পুস্তকের কোনো কোনো স্থানে পরমপুজ্য দাদাশ্রীর কথিত বাক্যের অধিক স্পষ্টীকরণ বন্ধনীর মধ্যে করা হয়েছে। দাদাশ্রীর শ্রীমুখনিঃসৃত কিছু কিছু গুজরাতী ও ইংরাজী শব্দ অনুবাদ না করে যেমনকার তেমন রাখা হয়েছে।

অনুবাদ সম্পর্কিত ভুল–ত্রুটির জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

সম্পাদকীয়

এই মন–বচন–কায়া পরের সুখের জন্য ব্যবহার করলে সংসারে নিজের সুখ কোনোদিন কম পড়বে না। আর নিজের স্বয়ং–এর, সেল্ফ্–এর রিয়েলাইজেশান করে তো তার সনাতন সুখ প্রাপ্তি হয়। মনুষ্য–জীবনের ধ্যেয় এতটুকুই। এই ধ্যেয়-র পথ ধরে যে চলতে শুরু করে সে মনুষ্যজীবনেই জীবনমুক্ত দশা লাভ করে। এই জীবনে এর চেয়ে বেশী আর কিছু পাওয়ার বাকী থাকে না।

আমগাছ নিজের ফল কতগুলো খায় ? এর ফল, পাতা, কাঠ সব অন্যেই ব্যবহার করে না কি ? তার ফলে এ ঊর্ধ্বগতি লাভ করে। ধর্মের শুরুই অবলাইজিং নেচার (পরোপকারী স্বভাব) থেকে হয়। অন্যকে কিছুমাত্র দিলে তখন থেকেই নিজের আনন্দ শুরু হয়।

পরমপুজ্য দাদাশ্রী একটি বাক্যেই বলেছেন, মা–বাবার সেবা যে সন্তান করে তার কখনো অর্থের অভাব হয় না, আর প্রয়োজনীয় সবকিছুই এসে যায়। আর আত্মসাক্ষাৎকারী গুরুর সেবা যে করে সে মোক্ষে যায়।

দাদাশ্রী সারাজীবন এই একটাই ধ্যেয় রেখেছিলেন যে আমার কাছে যে কেউ এসেছে সে যেন সুখী হয়। নিজের সুখের বিচার পর্য্যন্ত করেন নি। সামনের ব্যক্তির কি অসুবিধা, কি করলে এর অসুবিধা দূর হয়, সেই ভাবনাই নিরন্তর করতেন। সেজন্যেই তাঁর মধ্যে করুণার প্রকাশ হয়েছিল। অদ্ভুত অধ্যাত্মবিজ্ঞান প্রকট হয়েছিল।

প্রস্তুত সংকলনে দাদাশ্রী সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের ধ্যেয় সেবা–পরোপকার সহিত কি ভাবে সিদ্ধ করতে হবে তার বোধ সরল–অমোঘ দৃষ্টান্ত দ্বারা ফিট করিয়েছেন যা ধ্যেয়স্বরূপ আত্মসাৎ করে নিলে মনুষ্যজীবন সার্থক হলো বলা যায়।

— ডাঃ নীরুবেহন অমিন –এর জয় সচ্চিদানন্দ

সেবা – পরোপকার

মনুষ্যজন্মের বিশেষতা

প্রশ্নকর্তা : 'এই মনুষ্যজন্ম বৃথা না যায়' তার জন্যে কি করতে হবে ?

দাদাশ্রী : 'এই মনুষ্যজন্ম বৃথা না যায়'—এই যদি সারাদিন চিন্তা করে তো তা সফল হয়। এই মনুষ্যজন্মের চিন্তা করার বদলে লোকে লক্ষ্মীর (অর্থের) চিন্তা করে। প্রচেষ্টা করা তোমার হাতে নেই কিন্তু ভাব করা তোমার হাতে আছে। প্রচেষ্টা করাটা অন্যের অধিকারে। ভাবের ফল আসে। সঠিক বলতে গেলে তো ভাবও পরসত্তায় যায় কিন্তু ভাব করলে তার ফল পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা : মনুষ্য জন্মের বিশেষতা কি ?

দাদাশ্রী : মনুষ্যজীবন পরোপকারের জন্য আর হিন্দুস্তানের মানুষের জীবন 'এবসল্যুটিজম্'–এর জন্য, মুক্তির জন্য। হিন্দুস্তান ভিন্ন বাইরের অন্য দেশের যে জীবন তা পরোপকারের জন্য। পরোপকার অর্থাৎ মনকেও অন্যের জন্য ব্যবহার করা, বাণীকেও অন্যের জন্য ব্যবহার করা, আর আচরণও অন্যের জন্য উপযোগ করা। মন–বচন–কায়া দিয়ে পরোপকার করবে। তখন বলবে, তাহলে আমার কি হবে ? কেউ যদি পরোপকার করে তো তার ঘরে কি থাকবে ?

প্রশ্নকর্তা : লাভ তো হবে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু লোকেরা তো এইরকমই জানে যে আমি যদি দিই তো আমার কমে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : নীচু স্তরের মানুষ হলে তারা এরকম মনে করে।

দাদাশ্রী : উচ্চস্তরের হলে তারা এরকম মনে করে যে অন্যকে দেওয়া যায়।

জীবন পরোপকারের জন্যে...

এর গুহ্য সায়েন্স এই যে মন–বচন–কায়া পরোপকারের জন্যে ব্যবহার

করলে তোমার কাছে প্রত্যেকটা জিনিস থাকবে। পরোপকারের জন্যে করো, কিন্তু যদি ফী নিয়ে করো তো ?

প্রশ্নকর্তা : ভোগান্তির সৃষ্টি হয়।

দাদাশ্রী : এই যে কোর্টে ফী নেয়। একশো টাকা লাগবে, দেড়শো টাকা দিতে হবে। তখন বলে, 'সাহেব, দেড়শো টাকা নিয়ে নাও।' কিন্তু এতে পরোপকারের নিয়ম তো মানা হলো না !

প্রশ্নকর্তা : পেটে আগুন জ্বললে তো এরকম বলতেই হবে, নয় কি ?

দাদাশ্রী : পেটে আগুন জ্বলছে এরকম বিচার করবেই না। যে কোনো প্রকারের পরোপকার যদি করো তো তোমার কোনো বাধা আসবে না। এখন লোকেদের কি হয় ? সম্পূর্ণ না বুঝে করতে যায়, তাই উল্টো 'এফেক্ট' আসে। সে কারণে মনে শ্রদ্ধা থাকে না আর যা ছিল তাও চলে যায়। এখন থেকে করতে শুরু করলে দু'–তিন জন্মে ঠিকমত হয়। এটাই 'সায়েন্স'।

ভালো–খারাপের জন্যে, পরোপকার একরকম !

প্রশ্নকর্তা : মানুষ অন্যের ভালো করার জন্যে পরোপকারী জীবন-যাপন করে, লোকেদের বলেও, কিন্তু যে ভালোর জন্যে বলছে, লোকেদের স্ব–কল্যাণের জন্যে বলছে, তা কেউ বুঝতে চায় না, তার কি ?

দাদাশ্রী : পরোপকারী অন্য ব্যক্তির বোধ দেখতে যায় না আর যদি পরোপকারী অন্য ব্যক্তির বোধ দেখে তো তাকে ওকালতি বলে। সেইজন্য অন্য ব্যক্তির বোধ দেখার প্রয়োজন নেই।

এই যে সমস্ত গাছ রয়েছে, আম গাছ, নিম গাছ এইসব, এতে ফল ধরে, তো আমের গাছ নিজের কতগুলো ফল খায় ?

প্রশ্নকর্তা : একটাও নয়।

দাদাশ্রী : এ সমস্ত কার জন্যে ?

প্রশ্নকর্তা : পরের জন্যে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু এ কি দেখতে যায় যে কে বদমায়েস আর কে ভালো ? যে নিয়ে যাবে তার, আমার নয়। এ পরোপকারী জীবন কাটাচ্ছে। এরকম জীবন যাপন করার ফলে এই জীবেদের ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বগতি হয়।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু অনেক সময়ে এমন হয় যে যার উপকার করা হলো, সে উপকার যে করছে তার উপরেই দোষারোপ করে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এটাই তো দেখার ! যে উপকার করছে তারই অপকার করে ।

প্রশ্নকর্তা : বুঝতে না পারার কারণে !

দাদাশ্রী : এই বোধ সে কোথা থেকে আনবে ? বোধ থাকলে তো কাজ-ই হয়ে যায়। এরকম বোধ আনবে কোথা থেকে ?

পরোপকার তো খুবই উঁচু স্থিতি। এই পরোপকারী লাইফ, সমগ্র মনুষ্যজীবনের এটাই ধ্যেয়।

জীবনে মহৎ কার্য্য এই দুটি !

আর দ্বিতীয় কথা, এই হিন্দুস্তানে মনুষ্যজন্ম কিসের জন্য ? নিজের এই বন্ধন, চিরকালের বন্ধন ভাঙ্গে — এই হেতুর জন্য, 'এবসোল্যুট' হওয়ার জন্য আর যদি এই 'এবসোল্যুট' হওয়ার জ্ঞান না পাও তো পরের জন্য জীবন কাটাও। এই দুই কাজ করার জন্যেই হিন্দুস্তানে জন্ম হয়। এই দুই কাজ লোকেরা করে কি ? লোকেরা তো ভেজাল মিশিয়ে মানুষ থেকে জানোয়ার গতিতে যাওয়ার কলা খুঁজে বার করেছে।

সরল হওয়ার উপায় !

প্রশ্নকর্তা : জীবন সরল আর সাত্ত্বিক বানানোর উপায় কি ?

দাদাশ্রী : তোমার কাছে যতটুকু আছে তা অবলাইজিং নেচার করে লোককে দাও। এইভাবেই জীবন সাত্ত্বিক হতে থাকবে। অবলাইজিং নেচার তুমি করেছো কি ? তোমার অবলাইজিং নেচার ভালো লাগে ?

প্রশ্নকর্তা : কিছু কিছু করেছি !

দাদাশ্রী : এ যদি বেশী করে করো তো বেশী লাভ হবে। অবলাইজ্-ই করতে থাকবে। কারোর জন্যে ধাক্কা–ধাক্কি সহ্য করে, কারোর জন্যে ঘোরাঘুরি করে, কাউকে পয়সা দিয়ে, কোনো দুঃখীকে দু'টো পোশাক বানিয়ে দিয়ে — এইভাবে অবলাইজ্ করবে।

ভগবান বলেছেন যে মন–বচন–কায়া আর আত্মা (প্রতিষ্ঠিত আত্মা)–র উপযোগ অপরের জন্য করো। পরে যদি তোমার কোনরকম দুঃখ আসে তো আমাকে বলবে।

ধর্মের শুরুই 'অবলাইজিং নেচার' থেকে হয়। তুমি তোমার ঘরেরটা অন্যকে দিলে সেখানেই আনন্দ। তার বদলে লোকে নিয়ে নিতে শিখেছে! তোমার জন্যে কিছু করবে না। লোকের জন্যে যদি করো তো তোমার নিজের জন্যে কিছু করতে হবে না।

ভাব তো একশো প্রতিশত !

গাছ কি নিজের ফল নিজে খায় ? না। সেইজন্য এই গাছপালা মানুষকে উপদেশ দিচ্ছে যে তুমি তোমার ফল অন্যকে দাও। তোমাকে কুদ্‌রত্ (প্রকৃতি) দেবে। নিম তেতো ঠিকই, কিন্তু লোকে লাগায়–ও, কারণ এর অন্য লাভ আছে ; না হলে তো চারা উপড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু এ অন্যভাবে উপকার করে। এর ছায়া শীতল, এর ওষুধ উপকারী, এর রস হিতকারী। সত্যযুগে লোকে অন্য ব্যক্তিকে সুখ দেওয়ারই চেষ্টা করতো। সমস্তদিন 'কাকে অবলাইজ্ করবো' —এই চিন্তাই করতো।

বাইরে (কাজে) যদি কম-ও হয় তাহলেও আপত্তি নেই, কিন্তু অন্তরের ভাব তো এরকম হওয়াই চাই যে আমার কাছে পয়সা আছে ; আমাকে কারোর দুঃখ কম করতে হবে। বুদ্ধি থাকলে আমার বুদ্ধি দিয়েও কাউকে বোঝাবো যাতে এর দুঃখ কম করা যায়। যদি নিজের জমা–পুঁজি কিছু থাকে তো হেল্প করবে নয়তো অবলাইজিং নেচার তো রাখা উচিৎ। অবলাইজিং নেচার মানে কি ? পরের সাহায্য করার স্বভাব !

অবলাইজিং নেচার হলে কেমন সরল স্বভাব হয় ! কাউকে পয়সা দেওয়াটাই অবলাইজিং নেচার নয়। পয়সা তোমার কাছে থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। কিন্তু তোমার ইচ্ছা হয়, এরকম ভাবনা হয় যে একে কিভাবে হেল্প করবো ! তোমার ঘরে কেউ এসেছে তো তাকে কিভাবে হেল্প করবে এরকম ভাবনা হওয়া উচিৎ। পয়সা দেবে কি দেবে না তা তোমার ক্ষমতা অনুসারে হবে।

শুধু পয়সা দিয়েই যে 'অবলাইজ্' করতে হবে এমন নয়, এ তো দেওয়ার শক্তির উপর আধারিত। কেবল মনে ভাব রাখবে যে কেমন করে 'অবলাইজ্' করবো। এটা যাতে থাকে সেটুকুই দেখার।

জীবনের ধ্যেয়

যা দিয়ে নিজের ধ্যেয়–র দিকে কিছুটা এগোনো যায়। ধ্যেয় ছাড়া জীবনের কোনো অর্থই নেই। ডলার আসে আর খেয়ে–দেয়ে মজা করে আর সারাদিন চিন্তা–ওয়রিজ্ করতে থাকে। একে জীবনের ধ্যেয় কিভাবে বলা যায় ? মনুষ্যজীবন পেয়েছে, তা যদি ব্যর্থ চলে যায় তো তার অর্থ কি ? সেইজন্য মনুষ্য জীবন পাওয়ার পরে নিজের ধ্যেয়–তে পৌঁছানোর জন্যে কি করা উচিৎ ? সংসারের সুখ, ভৌতিক সুখ চাইলে তোমার কাছে যা কিছু আছে তা লোকেদের বিলিয়ে দাও। লোকেদের যদি কোনরকম সুখ দাও তো তুমি সুখের আশা রাখতে পারো ; নয়তো তুমি সুখ পাবে না, আর দুঃখ দিলে তুমিও দুঃখ পাবে।

এই জগতের নিয়ম একটা বাক্যেই বুঝে নাও, এই জগতের সমস্ত ধর্মের, কি যে মানুষের যাদের সুখ চাই তারা অন্য জীবদের সুখ দাও আর দুঃখ চাইলে দুঃখ দাও। যা অনুকূল মনে হয় তাই দাও। এখন যদি কেউ বলে যে আমি লোকেদের কি করে সুখ দেবো ? আমার কাছে তো টাকা–পয়সা নেই। এমন নয় যে শুধুমাত্র টাকাই দেওয়া যায়। ওর জন্যে অবলাইজিং নেচার রাখতে পারো, ওর জন্যে ঘোরাঘুরি করতে পারো, শলা–পরামর্শ দিতে পারো, অনেক প্রকারে অবলাইজ্ করতে পারো।

ধর্ম অর্থাৎ কোনো ভগবানের মূর্তির কাছে বসে থাকার নাম ধর্ম নয়। নিজের ধ্যেয়–তে পৌঁছানোই ধর্ম। সাথে সাথে একাগ্রতার জন্যে কোনরকম সাধনা করা — সে কথা আলাদা, কিন্তু এতে (পরোপকারে) একাগ্রতা করো তো এর থেকে সব কিছু একাগ্রই হয়। অবলাইজিং নেচার রাখো, প্রতিজ্ঞা করো যে এখন আমাকে অবলাইজ্-ই করতে হবে তো তোমার মধ্যে আমূল পরিবর্তন হবে। প্রতিজ্ঞা করো যে আমি ওয়াইল্ডনেস (জংলীপনা) করবো না।

সামনের ব্যক্তি ওয়াইল্ড হলেও আমি হবো না, তো তাহলে এমনটা হতে পারে। হবে না কি ? প্রতিজ্ঞা করলে তখন থেকে একটু একটু পরিবর্তন হবে কি হবে না ?

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু মুশকিল মনে হচ্ছে।

দাদাশ্রী : না, মুশকিল হলেও প্রতিজ্ঞা করবে। কারণ তুমি মানুষ আর ভারতের মানুষ। হেঁজি–পেঁজি কি ? ঋষি–মুনিদের পুত্র তুমি ! অমিত শক্তি তোমার মধ্যে পড়ে আছে। এই শক্তি আবৃত হয়ে আছে তো তা তোমার কি কাজে লাগবে ? তুমি যদি আমার এই কথা অনুযায়ী প্রতিজ্ঞা করো যে আমাকে এটা করতেই হবে তো তা অবশ্যই ফলিত হবে। নয়তো এই ওয়াইল্ডনেস কতদিন পর্য্যন্ত চালাবে ? আর তুমি তো সুখ পাও না, ওয়াইল্ডনেস–এ সুখ আছে কি ?

প্রশ্নকর্তা : না।

দাদাশ্রী : উল্টে দুঃখকেই নিমন্ত্রণ দিচ্ছো।

পরোপকার করলে পুণ্য সাথেই থাকে

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মোক্ষ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একমাত্র পুণ্যই বন্ধুর মত কাজ করে আর পাপ শত্রুর মত কাজ করে। এখন তুমি বন্ধু রাখবে কি শত্রু রাখবে তা তোমার যা ভালো লাগে সেই অনুসারে তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বন্ধুর সংযোগ কেমন হয় তা জেনে নেবে আর শত্রুর সংযোগ

কেমন হয় তাও জেনে নেবে । যদি শত্রু ভালো লাগে তো সেই সংযোগ কিভাবে আসে তা যদি জিজ্ঞাসা করো তাহলে আমি তোমাকে বলবো যে যত চাও তত ধার করে ঘি খাও, যেখানে পছন্দ হয় ঘুরে বেড়াও, তোমার ইচ্ছেমত মজা করো, তারপরে আগে যা হবে দেখা যাবে ! আর পুণ্যরূপী বন্ধু চাই তো আমি বলবো যে ভাই, এই গাছেদের কাছ থেকে শিখে নাও। কোনো গাছ তার ফল নিজে খায় কি ? কোনো গোলাপ তার ফুল খেয়ে নেয় ? একটু তো খেয়ে নেয়, নয় কি ? আমরা যখন রাতে থাকি না তখন খেয়ে নেয় তো, না কি ? খায় না ?

প্রশ্নকর্তা : না, খায় না।

দাদাশ্রী : এই গাছপালা তো মানুষকে ফল দেওয়ার জন্য মানুষের সেবায় থাকে, তাহলে এই গাছেরা কি পায় ? এদের গতি উঁচু হয় আর মানুষও এদের হেল্প নিয়ে এগোয়। যদি মনে করো যে আমি আম খেলাম তো আমগাছের কি গেলো ? আর আমরা কি পেলাম ? তুমি আম খেলে, তাতে তোমার আনন্দ হলো। এর থেকে তোমার মনোবৃত্তি যে বদলালো তাতে তুমি একশো টাকার আধ্যাত্মিকতা উপার্জন করলে। আম খেয়েছো সেইজন্যে এর পাঁচটাকা আমগাছ পায় তোমার থেকে আর পঁচানব্বই টাকা তোমার ভাগে থাকে। অর্থাৎ এরা তোমার ভাগ থেকে পাঁচ টাকা নিয়ে নেয় আর বেচারারা উঁচু গতিতে যায়। আর তোমারও অধোগতি হয় না, তোমার তো বাড়ে। সেইজন্যে এই গাছেরা বলে যে আমাদের সব কিছু ভোগ করো, প্রত্যেক জাতের ফুল–ফল ভোগ করো।

যোগ – উপযোগ পরোপকারার্থে !

যদি এই জগৎ তোমার পছন্দ হয়, জগৎ যদি তোমার ভালো লাগে, জগতের বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে, তো এটুকু করো, 'যোগ–উপযোগ পরোপকারার্থে' । যোগ অর্থাৎ মন–বচন–কায়ার যোগ আর উপযোগ অর্থাৎ বুদ্ধির ব্যবহার, মনের ব্যবহার, চিত্তের ব্যবহার সমস্ত কিছু অন্যের জন্য

ব্যবহার করো। আর পরের জন্যে যদি না করে তো আমাদের লোকেরা শেষ অবধি ঘরের জন্যে ব্যবহার করে তো! এই কুক্কুরীদের খাবার কিভাবে জোগাড় হয়ে যায় ? এর বাচ্চাদের ভিতর ভগবান আছেন। সেই বাচ্চাদের এ সেবা করে সেইজন্যে এ সবকিছু পেয়ে যায়। সমস্ত জগৎ –এর আধারেই চলছে। এই গাছেদের খাবার কোথা থেকে আসছে ? এই গাছেরা কি কোনো পুরুষার্থ করেছে ? এরা তো একটুও 'ইমোশনাল' নয়। এরা কোনো দিন 'ইমোশনাল' হয় ? এরা তো কোনোদিনও এদিক–সেদিক যায় না। এদের কোনো দিন এরকম হয় না যে এখান থেকে একমাইল দূরে বিশ্বামিত্রী নদী আছে, সেখানে গিয়ে জল খেয়ে আসি!

নীতি আর পরস্পর 'অবলাইজিং নেচার', ব্যস, এটুকুরই শুধু প্রয়োজন। পরস্পরের উপকার করা, এটুকুই মনুষ্যজীবনের উপলব্ধি! এই জগতে দু'ধরনের লোকের চিন্তা হয় না, এক জ্ঞানীপুরুষের আর দ্বিতীয় পরোপকারীর।

পরোপকারের সঠিক রীতি !

প্রশ্নকর্তা : এই সংসারে ভালো কাজ কাকে বলে ? এর কোনো পরিভাষা দেওয়া যায় কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ভালো কাজ তো এই সমস্ত গাছেরা করছে, এরা নিখাদ ভালো কাজই করছে। কিন্তু এরা নিজেরা কর্তা হয়ে করছে না। এই গাছেরা জীবিত ; এরা সবাই নিজেদের সমস্ত ফল পরকে দেয়। তুমি তোমার ফল অন্যকে দিয়ে দাও, তোমার ফল তুমি পেতেই থাকবে। তোমার যে ফল উৎপন্ন হয় — দৈহিক ফল, মানসিক ফল, বাচিক ফল, 'ফ্রী অফ কস্ট' লোকেদের দিতে থাকো তো তোমার প্রয়োজনের প্রত্যেকটি বস্তু পেয়ে যাবে। তোমার জীবনে প্রয়োজনের বস্তু পেতে কিঞ্চিৎমাত্র বাধা আসবে না। আর এই ফল যদি তুমি নিজেই খেয়ে নাও তো বাধা এসে উপস্থিত হবে। এই আমগাছ যদি নিজের ফল নিজেই খেয়ে নেয় তো এর মালিক যেই হোক না কেন সে কি করবে ? একে কেটে ফেলবে কি না ?

আর এই লোকেরা তো নিজেদের ফল নিজেরাই খেয়ে ফেলছে আর উপর থেকে ফী চাইছে !

একটা আবেদনপত্র লিখে দেওয়ার জন্য বাইশ টাকা চাইছে ! যে দেশে 'ফ্রী অফ কস্ট' ওকালতি করতো আর তার উপর ঘরের খাবার খাইয়ে ওকালতি করতো সেখানে আজকে এই দশা হয়েছে। গ্রামে দু'পক্ষে ঝগড়া হয়েছে তো দেওয়ান সেই যুযুধান দু'পক্ষকে বলতেন, 'ভাই চন্দুলাল, তুমি আজ সাড়ে–দশটার সময়ে আমার ঘরে এসো, আর নগীনদাস, তুমিও কিন্তু ওই সময়ে ঘরে এসো।' আর নগীনদাসের জায়গায় যদি কোনো মজুর বা চাষী হয়, যারা ঝগড়া করছে তো তাদের ঘরে ডাকতেন। দু'পক্ষকে ঘরে বসিয়ে তাদের মিটমাট করিয়ে দিতেন। যার পয়সা চুকাতে হবে তাকে কিছু নগদ দিইয়ে বাকিটা কিস্তিতে দেওয়ানোর ব্যবস্থা করে দিতেন। পরে দুজনকেই ডাকতেন যে, 'চলো, আমার সাথে খেয়ে নেবে চলো।' দু'জনকে ভোজন করিয়ে ঘরে পাঠাতেন ! এখন এমন উকিল আছে কি ? সেইজন্যে বোঝো আর সময়কে চিনে চলো। আর যে শুধু নিজের জন্যেই করে সে মৃত্যুর সময়ে দুঃখী হয়। জীবাত্মা (দেহ থেকে) বেরোয় না আর বাংলো–মোটরগাড়ি ছেড়ে যেতে পারে না।

শলা–পরামর্শ দেওয়ার জন্য ওদের কাছ থেকে পয়সা নিতেন না। যেভাবে হোক মিটিয়ে দিতেন। নিজের ঘর থেকে দু'হাজার দিতেন। আর আজকাল তো পরামর্শ নিতে গেলে পরামর্শ দেওয়ার ফী হিসাবে একশো টাকা নিয়ে নেয় ! 'আরে, তুমি তো জৈন'। তাতে বলে, 'এও তো জৈন, কিন্তু আমার তো ব্যবসা করতে হবে ?' সাহেব, পরামর্শের জন্যেও ফী ? আর তুমি জৈন ? ভগবানকেও লজ্জিত করছো ? বীতরাগদেরও লজ্জায় ফেলছো ? নো হাও (জ্ঞান)–এর ফী ? একি কাণ্ড ?

প্রশ্নকর্তা : এটা অতিরিক্ত বুদ্ধির ফী, এরকম বলছেন কি ?

দাদাশ্রী : বুদ্ধির জন্যে আপত্তি নেই, এই বুদ্ধি তো বাঁকা বুদ্ধি। নিজেরই লোকসান করানোর বুদ্ধি । বিপরীত বুদ্ধি ! ভগবান বুদ্ধির জন্যে

কোনো আপত্তি করেন নি। ভগবান বলেছেন যে সম্যক–বুদ্ধিও কিন্তু হতে পারে। সেই বুদ্ধি যদি বেশী হয় তো এরকম মনে হয় যে কার–কার (সমস্যার) সমাধান করি, কা'কে কা'কে হেল্প করি, কার কার সার্ভিস নেই, তারা যাতে সার্ভিস পায় তা করি ।

অবলাইজিং নেচার !

প্রশ্নকর্তা : এখন আমার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলছি যে একটা কুকুর যদি পায়রাকে মারতে যায়, আর আমি তাকে বাঁচাতে যাই তো আমার দৃষ্টিতে আমি অবলাইজ্ করলাম ; তো এতে আমি ব্যবস্থিতের রাস্তায় বাধা দিলাম যে ?

দাদাশ্রী : এ অবলাইজ্ হবে কখন ? এর ব্যবস্থিতে থাকলে তবে তুমি কিছু করতে পারবে, নয়তো কিছুই করতে পারবে না। তুমি অবলাইজিং নেচার রাখবে, এতে খুব পুণ্য হয় আর দুঃখ উৎপন্ন হওয়ার কোনো রাস্তা থাকে না। পয়সা যদি না থাকে তো ঘোরাঘুরি করে হোক বা বুদ্ধি (পরামর্শ) দিয়ে হোক, বোধ দিয়ে হোক, যেভাবে হোক অবলাইজ্ করবে।

পরোপকার, পরিণামে লাভ–ই

আর এই জীবন যদি পরোপকারের জন্যে যায় তো তোমার কোনো লোকসান হবে না। কোনো প্রকারের বাধা–বিঘ্নও আসবে না। তোমার যা যা ইচ্ছে আছে সবই পূরণ হবে আর যদি লাফালাফি করো তো একটা ইচ্ছাও পুরো হবে না। কারণ এই রীতি তো তোমাকে ঘুমাতেই দেবে না। এই শেঠদের তো ঘুম–ই আসে না ; তিন–তিন, চার–চার দিন পর্য্যন্ত ঘুমাতেই পারে না। কারণ যাকে পেরেছে তাকেই লুটেছে এরা।

সেইজন্যে অবলাইজিং নেচার করো ; যেমন ধরো রাস্তায় যেতে যেতে পাড়া–পড়শীদের জিজ্ঞাসা করে যাও যে, 'ভাই, আমি পোষ্ট–অফিসে যাচ্ছি, তোমাদের কোনো চিঠি ডাকে দিতে হবে কি ?' এরকম জিজ্ঞাসা

করতে অসুবিধাটা কোথায় ? কেউ বলতে পারে যে তোমার উপর আমার বিশ্বাস নেই। তাকে বলবে যে ভাই, পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু অন্য কারোর বিশ্বাস থাকলে তারটা নিয়ে যাবে।

শিশুকাল থেকেই আমার মধ্যে এই অবলাইজিং নেচারের গুণ ছিল, সেটাই বলছি ; আর পঁচিশ বছর বয়স হতে হতে তো আমার সমস্ত ফ্রেণ্ড–সার্কেল আমাকে সুপার–হিউম্যান বলতো। হিউম্যান তাকে বলে যে দেয় এবং নেয়, সমানভাবে ব্যবহার করে। কেউ সুখ দিলে তাকে সুখ দেয় আর কেউ দুঃখ দিলে তাকে দুঃখ দেয় না। এইরকম ব্যবহার করলে তাকে মানুষ বলে।

এতে ইগোইজ্‌ম নরম্যাল !

প্রশ্নকর্তা : পরোপকারের সাথে ইগোইজ্‌ম থাকে কি ?

দাদাশ্রী : পরোপকার যে করে তার ইগোইজ্‌ম সবসময় নরম্যালই থাকে ; তার বাস্তবসম্মত 'ইগোইজ্‌ম' হয়। আর যে কোর্টে দেড়শো টাকা ফী নিয়ে অন্যের কাজ করে তার 'ইগোইজ্‌ম' খুব বর্দ্ধিত থাকে।

এই জগতের প্রকৃতির নিয়ম এই যে তোমার নিজের ফল অন্যকে দিলে প্রকৃতি তোমারটা চালিয়ে নেবে। এ গূঢ় সায়েন্স, এই পরোক্ষধর্ম। পরে প্রত্যক্ষধর্ম আসে, শেষে আত্মধর্ম আসে। মনুষ্যজীবনের হিসাব এটুকুই ; সার এটুকুই যে মন–বচন–কায়া অন্যের জন্যে ব্যবহার করো।

নতুন ধ্যেয় আজকের, রি–অ্যাকশন পূর্বের !

প্রশ্নকর্তা : তো পরোপকারের জন্যেই বাঁচা উচিৎ ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, পরোপকারের জন্যেই বাঁচা উচিৎ। কিন্তু এখন তুমি এই লাইন যদি বদলাও তো এতে পূর্বের রি–অ্যাকশন আসবে আর তুমি বিরক্ত হয়ে উঠবে যে এ তো আমাকে অনেক সহ্য করতে হচ্ছে ! কিন্তু কিছুদিন সহ্য করতে হলেও তারপরে তোমার কোনো দুঃখ হবে না। কিন্তু

এখন তো নতুন করে লাইন বাঁধছো, সেইজন্যে পূর্বের রি–অ্যাকশন তো আসবেই। এতদিন পর্য্যন্ত যা উল্টো করেছো তার ফল আসবে না কি ?

শেষে উপকার নিজের উপরে করবে !

কারোর উপকার করেছো, কাউকে লাভ পাইয়ে দিয়েছো, কারোর জন্যে বেঁচেছো তো সবসময় তার লাভ তুমি পাবে ; কিন্তু এ ভৌতিক লাভ, এর ভৌতিক ফল পাবে।

প্রশ্নকর্তা : কারোর উপকার করার বদলে যদি নিজের উপকার করে তো ?

দাদাশ্রী : ব্যস, নিজের উপকার করার জন্যেই এই সমস্ত করতে হবে। যে নিজের উপকার করে তার তো কল্যাণ হয়, কিন্তু এর জন্যে নিজেকে (নিজের আত্মাকে) জানতে হয় ; ততদিন পর্য্যন্ত অন্যের উপকার করবে কিন্তু এর ভৌতিক ফল পাবে। নিজেকে জানার জন্যে 'আমি কে' তা জানতে হবে। বাস্তবে তুমি স্বয়ং শুদ্ধাত্মা কিন্তু তুমি তো এতদিন পর্য্যন্ত 'আমি চন্দুভাই' এটুকুই জেনেছো, না কি অন্য কিছু জেনেছো ? এই 'চন্দুভাই'–কেই 'আমি' বলেছো। তারপর এর স্বামী, এর মামা, এর কাকা এইসব পর্যায় চলেছে ! এই রকমই হয়েছে কি না ? এই জ্ঞান-ই তো তোমার কাছে আছে ? এর থেকে আগে তো যাও নি ?

মানব সেবা, সামাজিক ধর্ম !

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ব্যবহারে তো এরকম হয় যে দয়ার ভাব থাকে, সেবা থাকে, কারোর প্রতি এমন মনোভাব থাকে যে এর জন্যে কিছু করি, কাউকে চাকরি দেওয়ানো, অসুস্থকে হাসপাতালে ভর্তি করা — অর্থাৎ এই সমস্ত ক্রিয়া তো এক ধরণের ব্যবহার ধর্মই হলো।

দাদাশ্রী : এ সমস্তকে তো সাধারন কর্তব্য বলে।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে মানবসেবা এক ধরণের ব্যবহার হলো, এরকমই বুঝবো তো ? এ তো ব্যবহার ধর্মই হলো ?

দাদাশ্রী : এ ব্যবহার ধর্ম কিন্তু নয়, একে তো সমাজ ধর্ম বলে। যা সমাজের অনুকূল হয় তা লোকেদের অনুকূল হয় ; কিন্তু এই সেবা অন্য সমাজকে করতে গেলে তা তার প্রতিকূল হতে পারে। সেইজন্যে ব্যবহার ধর্ম তাকে বলে যখন সবার জন্যে তা একই হয় ! এতদিন পর্য্যন্ত তুমি যা করেছো তাকে সমাজসেবা বলে। প্রত্যেকের সমাজসেবা আলাদা আলাদা প্রকারের হয়। প্রত্যেক সমাজ আলাদা আর তেমনি সেবাও আলাদা আলাদা হয়।

লোকসেবা, বিগিন্‌স ফ্রম হোম !

প্রশ্নকর্তা : যারা লোকসেবাতে এসেছে তারা কিসের জন্যে এসেছে ?

দাদাশ্রী : এ তো ভাবনা ভালো ছিলো। লোকেদের কি করে ভাল হয় সেই ইচ্ছা ছিল। মনোভাব ভাল ছিল বলেই না ! এ তো লোকেদের প্রতি অনুকম্পা থাকে যে এই লোকেদের যে দুঃখ আছে তা যেন না থাকে। সেই ভাবনা আছে এর পিছনে ; খুব উঁচু ভাবনা। কিন্তু লোকসেবকদের আমি দেখেছি ; তাদের ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি তো দেখেছি সেখানে অশান্তি আছে। সেইজন্যে একে সেবা বলে না। সেবা ঘর থেকে শুরু হতে হবে। বিগিন্‌স ফ্রম হোম, তারপরে নেবারস্ (প্রতিবেশী) আর তার পরে অন্যদের সেবা। এ'তো ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে সেখানে অশান্তি দেখা যায়। তোমার কি রকম লাগছে ? সেইজন্যে প্রথমে ঘর থেকে সেবা হওয়া উচিৎ কি না ?

প্রশ্নকর্তা : এই ভাই বলছে যে এর ক্ষেত্রে ঘরে অশান্তি নেই।

দাদাশ্রী : এর অর্থ এই হল যে এ খাঁটি সেবা করছে।

করো জনসেবা, শুদ্ধ মনোভাব রেখে !

প্রশ্নকর্তা : লোকসেবা করতে করতে এদের মধ্যে ভগবানের দর্শন করে সেবা করলে তা যথার্থ ফল দেবে কি ?

দাদাশ্রী : ভগবানের দর্শন হলে তো লোকসেবার পিছনে পড়ে না, কারণ ভগবানের দর্শন হওয়ার পরে কেউ কি ভগবানকে ছাড়বে ? এইজন্যে লোকসেবা করতে হবে যাতে ভগবানকে পাওয়া যায়। লোকসেবা তো হৃদয় থেকে হওয়া দরকার, হৃদয়পূর্বক হলে সবার কাছে পৌঁছায়। লোকসেবা আর খ্যাতি এই দুই একসাথে হলে মুস্কিলে ফেলে দেয় মানুষকে। খ্যাতি ছাড়া লোকসেবা হলে তা খাঁটি সেবা। খ্যাতি তো হবে কিন্তু খ্যাতির ইচ্ছারহিত হওয়া চাই।

লোকসেবা লোকে করে না। এ'তো অন্তরে কীর্তির লোভ, মান–এর লোভ, সমস্ত ধরণের লোভ পড়ে রয়েছে, তারাই করাচ্ছে। লোকসেবা করার মানুষ কি রকম হয় ? অপরিগ্রহী পুরুষ হয়। সবাই তো নামের জন্য করে। 'ধীরে ধীরে কোনোদিন মন্ত্রী হবো' এই মনে করে জনসেবা করে। অন্তরে চুরির মনোভাব থাকে, সেইজন্যে বাইরে ঝঞ্ঝাট, বিনা কাজের পরিগ্রহী, সম্পূর্ণ পরিগ্রহী হয় আর অন্যদিকে জনসেবা করতে চায়। দু'টোই কিভাবে সম্ভব ?

প্রশ্নকর্তা : এখন তো আমি মানবসেবা করছি। ঘরে ঘরে গিয়ে সবার কাছে ভিক্ষে করে গরীবদের দিচ্ছি। এটুকুই এখন করছি।

দাদাশ্রী : এ সমস্ত তো তোমার খাতায় জমা হচ্ছে। তুমি যে দিচ্ছো তা... না, না, তুমি মধ্যে থেকে যে কাজ করছো তার রাশি বের করবে। সেই রাশি এগারো গুণ করে তার উপরে যে দালালী হবে তা তুমি পাবে। সামনের জন্মে দালালী পাবে আর এর জন্যে শান্তি থাকবে তোমার। এই যে ভালো কাজ করছো তার জন্যে এখন শান্তি থাকবে আর ভবিষ্যতেও থাকবে। এ তো ভালো কাজ।

নয়তো সেবা তো তারই নাম যখন তুমি কাজ করছো কিন্তু তা আমি জানতেও পারি না। একে সেবা বলে। সেবা গুপ্ত হয়। জানাজানি হলে তাকে সেবা বলে না। সুরতের একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। একজন এসে

বললো, 'আমি সমাজসেবা করি'। আমি বললাম, 'কি সমাজসেবা তুমি করো ?' তাতে বললো, 'আমি ধনীদের কাছ থেকে এনে গরীবদের দিই।' আমি বললাম যে 'দেওয়ার পরে খোঁজ নাও কি যে এরা কিভাবে তা খরচ করছে ?' তাতে বললো 'তা আমার দেখার কি দরকার ?' পরে ওকে বোঝাই যে 'ভাই, আমি তোমাকে রাস্তা দেখাচ্ছি, সেইভাবে করো। ধনীদের কাছ থেকে পয়সা এনে তার থেকে একে একশো টাকার ঠেলা কিনে দাও। ওই যে ঠেলাগাড়ি পাওয়া যায় দু'চাকার, সেইরকম ঠেলা একশো–দেড়শো বা দু'শো টাকার কিনে দাও। এছাড়া পঞ্চাশ টাকা আলাদা দিয়ে বলো যে তুমি শাক–সব্জী কিনে এনে বিক্রি করো ; আমাকে রোজ সন্ধ্যায় তার থেকে মূলধনের টাকা ফেরৎ দেবে। লাভ তোমার আর ঠেলার দরুণ কিছু পয়সা রোজ ফেরৎ দেবে।' সে বললো, 'খুব ভালো, খুব ভালো। আপনি আবার সুরত আসার আগে পঞ্চাশ–একশো মানুষ জুটিয়ে আনবো।' এখন কিছু করো, এইসব গরীবদের ঠেলাগাড়ি–টাড়ি দাও। এদের কি কোনো বড় ব্যবসা করার প্রয়োজন আছে ? একটা ঠেলা দিয়ে দাও তো সন্ধ্যা পর্যন্ত কুড়ি টাকা রোজগার করে নেবে। তোমার কি মনে হচ্ছে ? ওদের এরকম দেওয়া হলে আমরা খাঁটি জৈন হলাম তো ? ধূপকাঠিও জ্বলতে জ্বলতে সুগন্ধ দিয়ে জ্বলে, নয় কি ? সমস্ত ঘর সুগন্ধে ভরে দিয়ে যায় না কি ? তো আমাদের থেকেও কি সুগন্ধ ছড়াবে না ?

এরকম কেন হয় আমার ? আমি তো পঁচিশ–ত্রিশ বছর বয়সেও অহংকার করতাম। তাও আবার বিচিত্র ধরণের অহংকার করতাম। আমার সাথে কারোর পরিচয় হলো আর তাতে যদি এর কোনো লাভ না হয় তো আমার সাথে পরিচয় হওয়াটা ভুল হয়েছে। সেইজন্যে প্রত্যেক মানুষ আমার কাছ থেকে লাভ পেয়েছে। আমার সাথে পরিচয় হলো অথচ কোনো লাভ পেল না, তো সেই পরিচয় কোন কাজের ? আমগাছ কি বলে ? আমের সময়ে আমার কাছে যে আসে সে যদি কোনো লাভ না পায় তো আমি আমগাছই নই। ভালো তা সে ছোট–ই হোক না কেন, তোমার

যদি ঠিক মনে হয় তো তুমি এর লাভ তো পাও ! এই আমগাছ কিছু লাভ করে না। এরকম কিছু বিচারধারা তো হওয়া প্রয়োজন। এই মনুষ্যদশা কেমন হওয়া উচিৎ ? তা বুঝতে পারলে সবাই দূরদর্শীই হয়ে যাবে। এ'তো আবরণ পড়ে গেছে ; কেউ কিছু করেছে আর তা দেখে সবাই তা–ই করতে শুরু করে। তোমার কি মনে হয় ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, আপনি যা বলছেন এরকম সেবা প্রতিষ্ঠান সব জায়গাতেই আছে।

দাদাশ্রী : কিন্তু এখন তো এরাও মুস্কিলে ফ্যালে ! সেইজন্যে কারোর দোষ নেই। যা হওয়ার ছিল হয়ে গেছে, কিন্তু এখন শোধরাতে চাইলে এরকম বিচার করে শোধরাতে পারে আর খারাপ হওয়াকে শোধরানোর নামই ধর্ম। সবাই তো শুধু শুধরে যাওয়াকেই শোধরানোর জন্যে তৈরী থাকে, কিন্তু বিগড়ে যাওয়াকে শোধরানো, তাকেই ধর্ম বলে।

মানবসেবা – এ প্রভুসেবা ?

প্রশ্নকর্তা : মানবসেবা তো প্রভুসেবাই !

দাদাশ্রী : না, প্রভুসেবা নয়। অন্যের সেবা কখন করে ? যখন নিজের ভিতরে দুঃখ হয়। তোমার কোনো মানুষের উপর দয়া হয় অর্থাৎ এর স্থিতি দেখে তোমার ভিতরে দুঃখ হয় আর এই দুঃখ ঘোচানোর জন্যে তুমি এই সব সেবা করছো। এসব কিছুই নিজের দুঃখ ঘোচানোর জন্যে। এক ব্যক্তি খুব দয়ালু ; সে বলে আমি দয়া করে এই লোকেদের এই দিয়েছি আর তাই দিয়েছি.... না, তুমি তোমার দুঃখ ঘোচানোর জন্যে এই লোকেদের দিচ্ছো। কথাটা বুঝতে পারলে ? খুবই গভীর কথা ; হাল্কা কথা নয় এটা। নিজের দুঃখ ঘোচানোর জন্যে দিচ্ছে। কিন্তু এটা ভালো কাজ। কাউকে দিলে তুমি ফিরে পাবে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু জনতা–জনার্দনের সেবা — এটাই ভগবানের সেবা নাকি অমূর্তকে মূর্ত রূপ দিয়ে পূজা, তা ভগবানের সেবা ?

দাদাশ্রী : জনতা–জনার্দনের সেবা করলে তুমি সংসারের সমস্ত সুখ পাবে, ভৌতিক সুখ আর ধীরে ধীরে স্টেপ বাই স্টেপ মোক্ষের প্রতি অগ্রসর হবে। কিন্তু তা প্রত্যেক জন্মে করতে পারবে এমন নয়। কোনো জন্মে সংযোগ পেয়ে গেলে হবে। নয়তো প্রত্যেক জন্মে হয় না বলে এটা সিদ্ধান্ত নয়।

...কল্যাণ -এর শ্রেণী-ই কি আলাদা !

সমাজ কল্যাণ করাকে জগতের কল্যাণ করছে বলা যায় না। এ'তো এক সাংসারিকভাব, এই সবকিছুকে সমাজকল্যাণ বলে। যে যতটুকু করতে পারে ততটুকু করে ; এসবকে স্থূল ভাষা বলে। আর জগৎ–কল্যাণ করা, এ তো সূক্ষ্ম ভাষা, সূক্ষ্মতর ভাষা এবং সূক্ষ্মতম ভাষা ! শুধুমাত্র এরকম সূক্ষ্মতম ভাব-ই হয় অথবা তার ছিটেফোঁটা হয়।

সমাজসেবা প্রকৃতি স্বভাব

সমাজসেবা তো যার ভেক্ বাঁধা হয়ে গেছে আর ভেক্ নিয়েছে সে যখন ঘরের জন্য বিশেষ কিছু না করে বাইরের লোকের সেবা করে বেড়ায় তাকে বলে। আর দ্বিতীয়তঃ নিজের আন্তরিক ভাব ; এই ভাব তো নিজের মধ্যে আসতেই থাকে। কারোর উপর দয়া হয়, কারোর উপর মমত্ব থাকে আর এসব তো নিজের প্রকৃতিতে নিয়েই আসে। কিন্তু শেষ অবধি এ সবই প্রকৃতি ধর্ম–ই। ওই সমাজসেবাও কিন্তু প্রকৃতি–ধর্ম ; একে প্রকৃতি স্বভাব এইজন্যে বলে যে কারোর স্বভাব এরকম, অন্যের স্বভাব অন্যরকম। কারোর দুঃখ দেওয়ার স্বভাব হয়, কারোর সুখ দেওয়ার স্বভাব হয়। এই দুই ধরণের স্বভাবকেই প্রকৃতি–স্বভাব বলে, আত্ম–স্বভাব নয়। প্রকৃতিতে যেরকম জিনিষ ভরে এনেছে সেরকম জিনিষ বেরোচ্ছে।

সেবা – কুসেবা, প্রাকৃত স্বভাব !

তুমি যে এই সেবা করছো তা প্রকৃতি স্বভাব আর একজন মানুষ

কু–সেবা করছে তাও কিন্তু প্রকৃতি স্বভাব। এতে তোমারও পুরুষার্থ নেই আর ওর–ও পুরুষার্থ নেই ; কিন্তু মনে করছে যে 'আমি করছি'। এখন 'আমি করছি'— এটাই ভ্রান্তি। এখানে এই 'জ্ঞান' পাওয়ার পরেও তুমি সেবা তো করবে কারণ প্রকৃতিই এরকম নিয়ে এসেছো কিন্তু এই সেবা পরে শুদ্ধ সেবা হবে ; এখন শুভ সেবা হচ্ছে। শুভ সেবা অর্থাৎ বন্ধনে বাঁধার সেবা ; সোনার বেড়ি তাও কিন্তু বন্ধন–ই ! এই জ্ঞানের পরে অন্য মানুষের যাই হোক না কেন, তোমার কিন্তু দুঃখ হবে না আর তার–ও দুঃখ দূর হবে ; কারণ তোমার ওর উপর করুণা থাকবে। এখন তো তোমার দয়া হয় যে বেচারা কি দুঃখ পাচ্ছে ! কত দুঃখ হচ্ছে ? এই ভেবে তোমার দয়া হয়। এই দয়া সবসময় তোমাকে দুঃখ দেবে। যেখানে দয়া সেখানে অহংকার থাকেই। দয়ার ভাব ছাড়া প্রকৃতি সেবা করেই না। আর এই জ্ঞান–এর পরে তোমার করুণাভাব থাকবে।

সেবা ভাবের ফল ভৌতিক সুখ আর কু–সেবা ভাবের ফল ভৌতিক দুঃখ। সেবা ভাব থেকে নিজের 'স্ব'–কে জানা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত 'স্ব'–কে না পাচ্ছো ততক্ষণ পর্য্যন্ত পরোপকারী স্বভাব রখো।

খাঁটি সমাজসেবক !

তুমি কা'কে সাহায্য করো ?

প্রশ্নকর্তা : সমাজের সেবায় অনেকটা সময় ব্যয় করি।

দাদাশ্রী : সমাজসেবা তো অনেক প্রকারের হয়। যে সমাজসেবায় কিঞ্চিৎমাত্রও 'আমি সমাজসেবক' এই ভান থাকে না, সেই সমাজসেবাই খাঁটি।

প্রশ্নকর্তা : এ কথা তো ঠিক।

দাদাশ্রী : নয়তো সমাজসেবক তো যত্র–তত্র, সর্বত্র দু–চারজন করে থাকেই। আমি সমাজসেবক বলে সাদা টুপি পরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু 'আমি সমাজসেবক' এই ভান যখন ভুলে যায় তখনই সে খাঁটি সমাজসেবক হয়।

প্রশ্নকর্তা : কোনও ভাল কাজ করলে অন্তরে অহংকার চলে আসে যে আমি করেছি।

দাদাশ্রী : এ'তো আসেই।

প্রশ্নকর্তা : তো ভোলার জন্য কি করবো ?

দাদাশ্রী : আমি সমাজসেবক, এই অহংকার আসা উচিৎ নয়। ভালো কাজ করে যদি তার অহংকার হয় তো পরে তোমার ইষ্টদেব বা যে ভগবানকে মানো তাঁকে বলবে যে, 'হে ভগবান, আমি অহংকার করতে চাই না কিন্তু তবু হয়ে যাচ্ছে, আমাকে ক্ষমা করুন!' এটুকুই করো। হবে এটুকু ?

প্রশ্নকর্তা : হবে।

দাদাশ্রী : এটুকুই করো না!

সমাজসেবার অর্থ কি ? এ অনেক কিছু 'মাই'–কে ভেঙ্গে দেয়। 'মাই' (আমার) যদি সম্পূর্ণ চলে যায় তো স্বয়ংই পরমাত্মা! এ পরে তো সুখ পাবেই!

সেবাতে অহংকার!

প্রশ্নকর্তা : তো এই জগতের জন্যে কি আমার কিছুই করার থাকবে না ?

দাদাশ্রী : তোমার করার ছিলই না, এ'তো অহংকার খাড়া হয়ে গেছে। একমাত্র মানুষই কর্তাপনার অহংকার করে।

প্রশ্নকর্তা : এই বোন ডাক্তার। এক গরীব 'পেশেণ্ট' এসেছে, তার প্রতি এর অনুকম্পা হয়, সেবা–শুশ্রূষা করে। আপনার কথা অনুসারে তো এর আর অনুকম্পা করার কোনও প্রশ্নই থাকে না, থাকে কি ?

দাদাশ্রী : এই অনুকম্পাও কিন্তু কুদ্‌রতী (প্রাকৃতিক) হয়। কিন্তু পরে অহংকার করে, 'আমি কত অনুকম্পা দেখালাম!' অহংকার না করলে কোনও অসুবিধা নেই কিন্তু অহংকার না করে তো থাকতে পারে না!

সেবা–তে সমর্পণ ?!

প্রশ্নকর্তা : এই জগতের সেবা পরমাত্মাকে সেবা করছি এমন ভাব নিয়ে করলে তা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে তো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এর ফলে পুণ্য পাওয়া যায়, মোক্ষ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নকর্তা : এর শ্রেয় যদি সাক্ষাৎ পরমাত্মাকে সঁপে দিই তবুও মোক্ষ পাবো না ?

দাদাশ্রী : এমনভাবে ফল কাউকে দিয়ে দেওয়া যায় না।

প্রশ্নকর্তা : মানসিক সমর্পণ করি তো ?

দাদাশ্রী : সমর্পণ করলেও কেউ সে ফল নেয় না আর কেউ দেয়ও না। এ'তো শুধু কথার কথা। খাঁটি ধর্ম তো 'জ্ঞানী পুরুষ' যখন আত্মা প্রাপ্ত করিয়ে দেন তখন থেকে স্বয়ং চলতেই থাকে আর ব্যবহার ধর্ম তো আমাদের করতে হয়, শিখতে হয়।

ভৌতিক সমৃদ্ধি, বাই–প্রোডাকশনে !

প্রশ্নকর্তা : ভৌতিক সমৃদ্ধি পাওয়ার ইচ্ছা–প্রচেষ্টা, আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্যে বাধাস্বরূপ কি ? যদি বাধাস্বরূপ হয় তো তা কিভাবে আর যদি বাধাস্বরূপ না হয় তো তা কিভাবে ?

দাদাশ্রী : ভৌতিক সমৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তোমাকে এক দিকে যেতে হবে আর আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তো অন্যদিকে যেতে হবে। অর্থাৎ তোমার একদিকে যাওয়ার হলে তুমি যদি তার বদলে অন্য দিকে যাও তো বাধাস্বরূপ হয় কি না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, একে বাধাস্বরূপ বলে !

দাদাশ্রী : অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বাধাস্বরূপই। আধ্যাত্মিক এই দিকে হলে ভৌতিক অন্যদিকে হবে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ভৌতিক সমৃদ্ধি ছাড়া কিভাবে চলবে ?

দাদাশ্রী : ভৌতিক সমৃদ্ধি এই দুনিয়াতে কেউ সত্যিই করেছে কি ? সমস্ত লোক ভৌতিক সমৃদ্ধির পিছনেই পড়ে আছে। সত্যি সত্যিই কেউ পেয়েছে কি ?

প্রশ্নকর্তা : কেউ কেউ পায়, সবাই পায় না।

দাদাশ্রী : এই ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই, যেখানে ক্ষমতা নেই সেখানে ব্যর্থ হাঁকাহাঁকি করার মানে কি ? মীনিংলেস্!

প্রশ্নকর্তা : যতক্ষণ পর্য্যন্ত এর কোনও কামনা আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিকতাতে কিভাবে যাবে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কামনা হয় তা ঠিক। কামনা হয়, কিন্তু তোমার হাতে এর সত্ত্বা নেই।

প্রশ্নকর্তা : এই কামনা কিভাবে যাবে ?

দাদাশ্রী : কামনার ধন পরে আসবে। তোমার এর জন্যে মাথাব্যাথা করার দরকার নেই। তুমি আধ্যাত্মিক–এর জন্যে করো। এই ভৌতিক সমৃদ্ধি তো বাই–প্রোডাক্ট। তুমি আধ্যাত্মিক–এর প্রোডাকশন করো, এক দিশাতে যাও আর যদি আধ্যাত্মিক–এর প্রোডাকশন করো, তাহলে ভৌতিক সমৃদ্ধি বাই–প্রোডাক্ট হিসাবে তুমি ফ্রী অফ কস্ট পাবে।

প্রশ্নকর্তা : আধ্যাত্মিক দিকে যেতে বলতে কি বোঝাতে চাইছেন ? কিভাবে যাবো ?

দাদাশ্রী : এটা বুঝতে পেরেছো কি যে আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক–এর প্রোডাকশন যদি তুমি করো তো ভৌতিক বাই–প্রোডাক্ট; এটা তুমি বুঝেছো কি না ?

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলেছেন তাই মেনে নিচ্ছি কিন্তু এ আমি বুঝতে পারিনি।

দাদাশ্রী : এটা মেনে নাও তো এই সবই বাই–প্রোডাক্ট। বাই–প্রোডাক্ট অর্থাৎ ফ্রী অফ কস্ট। এই সংসারের বিনাশী সুখ সবই বাই–প্রোডাক্ট হিসাবে পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক সুখ প্রাপ্ত করার রাস্তায় যেতে যেতে বাই প্রোডাকশনে পাওয়া যায় এ সব।

প্রশ্নকর্তা : আমি তো অনেক লোককে এরকম দেখেছি যারা আধ্যাত্মিক দিকে যায় না, কিন্তু ভৌতিক দিকে খুবই সমৃদ্ধ আর এতেই এরা সুখী।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু এদের আধ্যাত্মিক দিকে যেতে দেখা না গেলেও এরা আধ্যাত্মিক কাজ করেছে বলেই তার ফলস্বরূপ পেয়েছে এটা।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ এই জন্মে আধ্যাত্মিক কাজ করে সেইজন্যে পরের জন্মে ভৌতিক সুখ পায় ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এর ফল তুমি পরের জন্মে পাবে। আজ এদের ফল দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এখন এরা আধ্যত্মিকতাতে নাও থাকতে পারে।

কার্যের হেতু, সেবা না কি লক্ষ্মী ?

প্রত্যেক কাজের একটা হেতু থাকে যে এই হেতুর জন্যে এই কাজ করা হচ্ছে। এতে উচ্চ হেতু যদি কেউ স্থির করে, অর্থাৎ যদি চিকিৎসালয় তৈরী করার হয় তাহলে পেশেন্ট কেমন করে আরোগ্য হবে, কি করে সুখী হবে, কি করে এই লোকেরা আনন্দে থাকবে, কি করে এদের জীবনীশক্তি বাড়বে এরকম সব উচ্চ হেতু যদি স্থির করা হয় আর সেবাভাব থেকে যদি এই কাজ করা হয় তো তার বাই-প্রোডাকশন কি ? লক্ষ্মী ! অর্থাৎ লক্ষ্মী তো বাই-প্রোডাক্ট, একে প্রোডাকশন ধরে নিও না। সমস্ত জগৎ লক্ষ্মীকেই প্রোডাকশন করেছে, সেইজন্যে এরা বাই-প্রোডাকশনের লাভ পায় না।

সেইজন্য শুধুমাত্র সেবাভাবকেই যদি তুমি হেতু করো তো বাই-প্রোডাকশনে পরে লক্ষ্মী অনেক আসবে। অর্থাৎ লক্ষ্মীকে বাই-প্রোডাক্টে রাখলে লক্ষ্মী বেশী করে আসে কিন্তু এরা তো লক্ষ্মী প্রাপ্তির হেতুতে লক্ষ্মীর জন্যে করে তাই লক্ষ্মী আসে না। সেইজন্য তোমাকে হেতু বলছি যে 'নিরন্তর সেবাভাব' এই হেতু স্থির করো, তাহলে বাই-প্রোডাক্ট আপনা থেকেই আসতে থাকবে। যেমন বাই-প্রোডাক্টের জন্যে কোনও পরিশ্রম করতে হয় না, খরচা করতে হয় না, এ ফ্রী অফ কস্ট আসে তেমনি লক্ষ্মীও কিন্তু ফ্রী অফ কস্ট পাওয়া যায়। তুমি এইরকম লক্ষ্মী চাও, না কি দুর্নীতির

লক্ষ্মী চাও ? দুর্নীতির লক্ষ্মী চাও না তো ? তাহলে ভালো ! যা ফ্রী অফ কস্ট পাওয়া যায় তা কত ভালো !

সেইজন্য সেবাভাব নিশ্চিত করো, মনুষ্যমাত্রের সেবা। যদি তুমি চিকিৎসালয় করো তাহলে তুমি যে বিদ্যা জানো তা সেবাভাবে ব্যবহার করো — এটাই তোমার হেতু হওয়া উচিৎ। এর ফলস্বরূপ অন্য সব বস্তু ফ্রী অফ কস্ট পাবে আর পরে কোনোদিনও লক্ষ্মী কম পড়বে না। আর যে লক্ষ্মীর জন্যে করতে গেছে তার লোকসান হয়েছে। হ্যাঁ, যদি লক্ষ্মীর জন্যে কারখানা খোলো তাহলে বাই-প্রোডাকশনে তো কিছু থাকলো না ! কারণ লক্ষ্মীই বাই-প্রোডাক্ট, বাই-প্রোডাকশনের ! সেইজন্যে তুমি প্রোডাকশন স্থির করবে তাহলে বাই-প্রোডাকশন ফ্রী অফ কস্ট পাবে।

জগৎ–কল্যাণই প্রোডাকশন্ !

আত্মা প্রাপ্ত করার জন্য যা করতে হয় তা প্রোডাকশন ; এর কারণে বাই-প্রোডাক্ট পাওয়া যায় আর সংসারের সমস্ত প্রয়োজন পুরো হয়ে যায়। আমি তো আমার একটাই প্রোডাকশন রেখেছি, 'জগৎ পরম শান্তি পায় আর অনেকে মোক্ষ লাভ করে।' এই আমার প্রোডাকশন আর এর কারণে আমি বাই-প্রোডাকশন পেয়েই যাচ্ছি। এই যে চা-জল আমি তোমার থেকে আলাদা ধরণের পাই, এর কারণ কি ? তোমার থেকে আমার প্রোডাকশন উচ্চস্তরের। তোমার প্রোডাকশন যদি এরকম উচ্চস্তরের হয় তাহলে বাই-প্রোডাকশনও উচ্চস্তরের আসবে। প্রত্যেকটা কাজের হেতু থাকে। হেতু যদি সেবাভাব হয় তো লক্ষ্মী 'বাই-প্রোডাক্ট' আসবেই।

পরোক্ষে ভগবানের সেবা

অন্য সব প্রোডাকশন বাই-প্রোডাক্টই হয়। এতে তোমার প্রয়োজনের সমস্ত বস্তু পেয়েই যাবে আর ইজিলি পাবে। দ্যাখো, এ প্রোডাকশন পয়সার করেছে, তাই আজ পয়সা ইজিলি পাচ্ছে না। দৌড়াদৌড়ি করে, হড়বড় হড়বড় করে, এত ঘোরাঘুরি করে আর মুখ এমন দেখায় যেন মুখে এরণ্ড-র তেল মেখে ঘুরছে ! ঘরে ভালো খাওয়া–

দাওয়ার ব্যবস্থা আছে, কত সুবিধা আছে, এখন রাস্তা কত সুন্দর, রাস্তা দিয়ে চললে পা ধুলো ভর্তি হয়ে যায় না। অতএব মানুষের সেবা করো। মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন। ভগবান অন্তরেই বিরাজমান। বাইরে ভগবানকে খুঁজতে গেলে তাঁকে পাওয়া যাবে না।

তুমি মানুষের ডাক্তার সেইজন্যে তোমাকে মানুষের সেবা করার কথা বলছি। পশু চিকিৎসক হলে পশুদের সেবা করতে বলতাম। পশুদের অন্তরেও ভগবান আছেন কিন্তু মানুষের ভিতরে ভগবান বিশেষরূপে প্রকট হয়েছেন।

সেবা–পরোপকারের আগে মোক্ষমার্গ !

প্রশ্নকর্তা : সমাজসেবার মার্গের থেকে মোক্ষমার্গ কিভাবে ভালো তা একটু বুঝিয়ে বলুন।

দাদাশ্রী : সমাজসেবককে তুমি জিজ্ঞাসা করো যে তুমি কে ? তাতে বলবে, 'আমি সমাজসেবক'। কি বলবে ? এই তো বলবে, না কি অন্য কিছু বলবে ?

প্রশ্নকর্তা : এই বলবে !

দাদাশ্রী : অর্থাৎ 'আমি সমাজসেবক' বলা ইগোইজম্ আর এই ভাইকে যদি বলি যে 'তুমি কে ?' তাতে বলবে 'বাইরের পরিচয়ের জন্যে আমি চন্দুভাই, কিন্তু সঠিক বললে আমি তো শুদ্ধাত্মা।' এটা বলায় ইগোইজম্ নেই। উইদাউট্ ইগোইজম্।

সমাজসেবার ইগো (অহং) ভালো কাজের জন্য, কিন্তু ইগো–ই তো। খারাপ কাজের জন্যে ইগো হলে তাকে রাক্ষস বলে। ভালো কাজের জন্যে ইগো হলে তাকে দেবতা বলে। ইগো অর্থাৎ ইগো। ইগো অর্থাৎ ঘুরে মরা আর ইগো যদি চলে যায় তো এখানেই মোক্ষ হয়ে যাবে।

'আমি কে' এটা জানা-ই ধর্ম !

প্রশ্নকর্তা : প্রত্যেক জীবের কি করা উচিৎ ? এদের ধর্ম কি ?

দাদাশ্রী : যে যা করছে সেটাই তার ধর্ম। কিন্তু আমি বলছি যে

আমার ধর্ম এতটুকুই ; যার আমি ইগোইজম্ করছি যে এটা আমি করেছি। সেইজন্যে এখন তোমাকে 'আমি কে' এইটুকু জানতে হবে, এর জন্যে প্রচেষ্টা করতে হবে। তাহলে সমস্ত পাজল্ সল্ভ্ হয়ে যাবে। পরে আর পাজল্ খাড়া হবে না আর পাজল্ খাড়া না হলে স্বতন্ত্র হয়ে যাবে।

লক্ষ্মী, সে তো বাই–প্রোডাকশনে !

প্রশ্নকর্তা : প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য তো এইরকমই হয় যে মনুষ্যমাত্রেরই ভালো করতে হবে তা সে উকিল-ই হোক আর ডাক্তার-ই হোক।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, কিন্তু এ তো 'ভালো করবো' এরকম স্থির না করে-ই শুধু করে চলেছে ; কোনও ডিসিশন নেয় নি, কোনরকমের হেতু স্থির না করেই গাড়ি এমনি এমনি চালিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যেতে হবে তা জানা নেই আর কোথায় নামতে হবে তাও জানে না ; রাস্তায় কোথায় চা–জলখাবার খাবে তাও জানে না, অর্থাৎ এতই বিক্ষিপ্ত অবস্থা যে শুধুমাত্র দৌড়াদৌড়ি-ই করছে। হেতু স্থির করার পরে সব কাজ করতে হয়।

তোমার তো শুধু হেতুই বদলাতে হবে আর অন্য কিছু করার নেই। পাম্পের ইঞ্জিনের একটা পাটা এদিকে দাও তো জল বেরোয় আর অন্যদিকে পাটা দাও তো ধান থেকে চাল বেরোয়। অর্থাৎ পাটার ব্যবহারেই পার্থক্য থাকে। হেতু নিশ্চিত করতে হবে আর এই হেতু তোমাকে লক্ষ্যে রাখতে হবে। ব্যস, অন্য আর কিছু নয়। লক্ষ্মী লক্ষ্যতে থাকা উচিৎ নয়।

'স্বয়ং' এর সেবায় সমাবিষ্ট সমস্ত ধর্ম !

ধর্ম দুই ধরণের, তৃতীয় কোনও ধর্ম হয় না। যে ধর্মে জগতের সেবা করা হয় তা এক ধরণের ধর্ম, আর যেখানে নিজের (স্বয়ং–এর আত্মার) সেবা তা দ্বিতীয় ধরণের ধর্ম। স্বয়ং–এর সেবা যারা করে তারা হোম ডিপার্টমেন্ট–এ (আত্মস্বরূপে) যায় আর এই জগতের সেবা করে যারা, তারা সাংসারিক লাভ আর ভৌতিক সুখ পায়। আর যাতে জগতের

কোনও ধরণের সেবা নেই, যেখানে স্ব–এর সেবা নেই সে সবই এক ধরণের সামাজিক ভাষণ ! আর নিজের উপর, স্ব–এর উপর ভয়ঙ্করভাবে (অহংকার–এর) নেশা চড়ায়। জগতের কোনও ধরণের সেবা যেখানে হয় সেখানে ধর্ম থাকে। জগতের সেবা না হলে স্ব–এর সেবা করো। যে স্ব–এর সেবা করে সে জগতের সেবা করার চেয়েও ভালো কাজ করে। কারণ যে স্ব–এর সেবা করে সে কাউকে দুঃখ দেয় না !

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু 'স্ব'–এর সেবা করা খেয়ালে আসা চাই তো !

দাদাশ্রী : এটা খেয়ালে আসা সহজ নয়।

প্রশ্নকর্তা : তো কিভাবে করবো ?

দাদাশ্রী : এ'তো স্ব–এর সেবা করছেন এমন কোনও জ্ঞানীপুরুষকে জিজ্ঞাসা করবে, 'সাহেব, আপনি পরের সেবা করছেন কি স্ব–এর ?' তাতে সাহেব যদি বলেন যে, 'আমি স্ব–এর সেবা করছি' তাহলে তাঁকে বলবে, 'আমাকেও এর রাস্তা দেখান !'

'স্ব'-এর সেবার লক্ষণ !

প্রশ্নকর্তা : 'স্ব'–এর সেবার লক্ষণ কি ?

দাদাশ্রী : 'স্ব'–এর সেবার সর্বপ্রথম লক্ষণ কাউকে দুঃখ না দেওয়া। এতেই সমস্ত কিছু এসে যায়। এতে অ–ব্রাহ্মচর্য করে না। অ–ব্রহ্মচর্য করা অর্থাৎ কাউকে দুঃখ দেওয়ার সমান হয়ে যায়। যদি এমন ধরে নাও যে সহমতের ভিত্তিতে অ–ব্রহ্মচর্য করছে তো এতে কত জীব মারা যায়! সেইজন্যে এ দুঃখ দেওয়ার সমান। তাই এতে সেবাই বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া মিথ্যে বলে না, চুরি করে না, হিংসা করে না, পয়সা জমায় না। পরিগ্রহ করা, পয়সা জমা করা — এ হিংসাই। তাই অন্যকে দুঃখ দেয়। স্ব–এর সেবাতে সব কিছু এসে যায়।

প্রশ্নকর্তা : 'স্ব'–এর সেবার অন্যান্য লক্ষণ কি কি ? কখন বলা যায় যে 'স্ব'–এর সেবা করছে ?

দাদাশ্রী : 'স্ব'–এর সেবা যে করছে তাকে এই জগতের সব মানুষও যদি দুঃখ দেয় তাহলেও এ' কাউকে দুঃখ দেয় না। দুঃখ তো দেয়-ই না এমনকি খারাপ ভাবও করে না যে তোমার খারাপ হোক ! 'তোমার ভাল হোক' এরকম–ই বলে। হ্যাঁ, তবুও যদি অন্য ব্যক্তি খারাপ বলে তো আপত্তি নেই। অন্য ব্যক্তি যদি বলে, 'তুমি অপদার্থ, বদমায়েশ, তুমি দুঃখ দিচ্ছ,' তো এতে আমার আপত্তি নেই। আমি কি করছি সেটাই দেখতে হবে। ব্যক্তি তো রেডিয়োর মত বলতেই থাকবে ; যেমন রেডিও বাজে তেমনি।

প্রশ্নকর্তা : জীবনে সমস্ত লোক আমাকে দুঃখ দিলে সব দুঃখ আমাকে সহ্য করতে হবে এরকম তো সম্ভব নয়। ঘরের মানুষ সামান্য অপমানজনক ব্যবহার করলে তাই সহ্য হয় না !

দাদাশ্রী : তো কি করবে ? এতে না থাকলে কিসে থাকবে ? সেটা আমাকে বলো। আমি যা বলছি সে লাইন যদি পছন্দ না হয় তো সেই মানুষ কিসে থাকবে ? সেফসাইড হয় এমন কোনো জায়গা আছে কি ? কোথাও থাকে তো আমাকে দেখাও।

প্রশ্নকর্তা : না, এরকম নয়। কিন্তু আমার 'ইগো' তো আছে ?

দাদাশ্রী : জন্ম থেকেই 'ইগো' সবাইকে আটকায় কিন্তু 'তুমি আটকাবে না।' 'ইগো' তো যেমন ইচ্ছা হয় তেমন নাচে। 'তোমার' নাচার দরকার নেই। তুমি এর থেকে আলাদা।

এ ছাড়া আর সব ধার্মিক মনোরঞ্জন !

অর্থাৎ ধর্ম দুই ধরণের হয়, তৃতীয় হয় না। আর সব তো অর্নামেন্ট ! অর্নামেন্ট পোর্শন আর লোকে 'বাহ বাহ' করে !

যেখানে সেবা নেই, কোনও প্রকারের সেবা হয় না, জগৎ–সেবা নেই সে সমস্তই ধার্মিক মনোরঞ্জন আর সবই অর্নামেন্টাল পোর্শন !

বুদ্ধির ধর্ম তো সেই অবধি স্বীকার্য্য যে পর্য্যন্ত সেবা করার বুদ্ধি,

লোকেদের সুখ দেওয়ার বুদ্ধি আছে। এরকম বুদ্ধি হয় তো ভালো। বাকি অন্য সব বুদ্ধি অকাজের। অন্য সব বুদ্ধি উল্টে বন্ধনে বাঁধে। বেঁধে মার খাওয়ার আর যেখানে দ্যাখো সেখানে শুধু লাভ-লোকসান দ্যাখে। বাসে উঠে আগে দেখে নেয় যে জায়গা কোথায় আছে। এই বুদ্ধি এখানে-সেখানে ঘুরিয়ে মারে। অন্যের সেবা করার বুদ্ধি ভালো। নয়তো 'নিজের' সেবা করার বুদ্ধির মত ভালো আর কিছু নেই। যে 'নিজের' সেবা করে সে সমস্ত জগতের সেবা করছে।

জগতের কারোর দুঃখ না হয়!

সেইজন্য আমি সকলকে বলি যে 'ভাই, সকালে বাইরে বেরোনোর সময় আর কিছু না পারো তো এটুকু তো বলো যে, 'মন-বচন-কায়া দ্বারা এই জগতের কোনও জীবের যেন কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখ না হয়।' এরকম পাঁচবার বলে বেরোও। বাকি সব দায়িত্ব আমার। হ্যাঁ, অন্য কিছু না পারো তো আমি সামলে নেব। এতটুকু তো বলো! পরে যদি কেউ দুঃখ পায় তো তা আমি বুঝবো। কিন্তু এটুকু তুমি বলো। এতে আপত্তি আছে ?

প্রশ্নকর্তা : এতে কোনো আপত্তি নেই।

দাদাশ্রী : তুমি বলবে কিন্তু। তাতে তুমি যদি বলো যে, 'আমি যদি দুঃখ দিয়ে দিই তো ?' এ তোমার দেখার প্রয়োজন নেই। আমি পরে হাইকোর্টে সব সামলে নেব। এ তো উকিলই দেখবে না কি ? আমি সব ঠিক করে দেব। সকালের প্রহরে তুমি আমার এই বাক্য পাঁচবার বলো। এতে আপত্তির কিছু আছে ? খুব কঠিন কি ? খাঁটি হৃদয়ে দাদা ভগবানকে স্মরণ করে বলো না, এতে আপত্তির কি আছে ?

প্রশ্নকর্তা : আমি এমনটাই করি।

দাদাশ্রী : ব্যস, এটুকুই করো। এই জগতে অন্য আর কিছু করার মতোই নয়।

সংক্ষেপে ব্যবহার ধর্ম

সংসারের লোকেদের ব্যবহারধর্ম শেখাবার সময়ে আমি বলি যে পরানুগ্রহী হও (অন্যকে অনুগ্রহ করো)। নিজের জন্যে বিচারও যেন না আসে। লোককল্যাণের জন্যে পরানুগ্রাহী হও। যদি নিজের জন্যে খরচ করো তো গাটারে (নালায়) যাবে আর অন্যের জন্যে যদি একটুও কিছু খরচ করো তো তা ভবিষ্যতের অ্যাড্জাস্টমেন্ট হবে।

শুদ্ধাত্মা ভগবান এই কথা বলেন, যে অন্যেরটা সামলায় তারটা আমি সামলে নিই আর যে নিজেরটাই সামলায় তারটা আমি তারই উপর ছেড়ে দিই।

জগতের কাজ করো তো তোমার কাজ হতেই থাকবে। জগতের কাজ করলে তোমার কাজ আপনা আপনিই হতে থাকবে আর তখন তোমার আশ্চর্য্য মনে হবে।

সংসারের স্বরূপ কেমন ? জগতের জীবমাত্রের মধ্যে ভগবান বাস করেন, সেইজন্যে কোনো জীবকে যদি কোনোরকম ত্রাস দাও, দুঃখ দাও তো অধর্ম করা হবে। কোনো জীবকে সুখ দিলে ধর্ম হবে। অধর্মের ফল তোমার ইচ্ছা অনুসারে কাজ হবে না আর ধর্মের ফল তোমার ইচ্ছা অনুসারে কাজ হবে।

এই সংসারের মার্গ, সমাজসেবার মার্গ, এ 'রিলেটিভ মার্গ', মোক্ষের মার্গ সমাজসেবার মার্গ থেকে আলাদা, স্বরমণতার মার্গ।

ধর্মের শুরু

মানুষ যখন থেকে অন্যকে সুখ দিতে শুরু করলো তখন থেকে ধর্মের শুরু হলো। নিজের সুখের জন্য নয় কিন্তু অন্য ব্যক্তির অসুবিধা কেমন করে দূর করা যায় তাই যখন মনে হতে থাকে সেখান থেকে করুণার শুরু হয়। আমি শিশুকাল থেকেই অন্য ব্যক্তির অসুবিধা দূর করায় লেগে থাকতাম। নিজের জন্য বিচারও না এলে তাকে করুণা বলে। এর থেকেই জ্ঞান প্রকট হয়।

কেউ অনারারী প্রেসিডেন্ট হয়, অনারারী এটা–সেটা হয়। আরে, আপদ কি জন্যে ডেকে আনছো ? এখন রিটায়ার্ড হওয়ার সময় এসে গেছে তাও ? আপদ–ই খাড়া করছে ; সব আপদ–ই খাড়া করেছে।

আর সেবা যদি না করা যায় তা হলে কারোর দুঃখ না হয় তা দেখতে হবে। কেউ যদি লোকসান করে যায় তবুও। কারণ এ আগের কোনো হিসাব হবে। তবুও তোমাকে এর যেন কোনও দুঃখ না হয় তা করতে হবে।

ব্যস্, এটাই শেখার মত !

প্রশ্নকর্তা : অন্যকে সুখ দিয়ে সুখী হতে হবে।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ব্যস্ এটুকুই শেখো না ! অন্য কিছু শেখার মত নয়। জগতে আর অন্য কোনো ধর্ম নেই। এই এটুকুই ধর্ম ; অন্য কোনো ধর্ম নেই। অন্যকে সুখ দাও, তাতেই সুখী হবে।

এই যে তুমি ব্যবসা–বাণিজ্য করছো তাতে তো কিছু উপার্জন করছো; তো কোনো গ্রামে কেউ গরীব থাকলে তাকে কিছু খাবার–দাবার দাও, মেয়ের বিয়ের সময় কিছু টাকা দাও ; কিন্তু এর গাড়ী (জীবন) রাস্তায় এনে দেওয়া তো চাই ! কারোর হৃদয়কে শান্তি দিলে ভগবান তোমার হৃদয়কে শান্ত করবেন।

জ্ঞানী দেন গ্যারাণ্টি–পত্র !

প্রশ্নকর্তা : কারোর হৃদয়কে শান্তি দিতে গেলে তো আজকাল পকেট খালি হয়ে যায়।

দাদাশ্রী : পকেট খালি হোক না। এ পূর্বজন্মের হিসাব আছে যা চুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তুমি এখন শান্তি দাও তো এর ফল পাবেই। এর একশো শতাংশ গ্যারাণ্টী আমি তোমাকে দিচ্ছি। আমি আগে দিয়েছিলাম তাই আমি এখন সুখ পাচ্ছি। আমার তো ব্যবসাই সুখের

দোকান দেওয়া। তুমি দুঃখের দোকান খুলবে না। সুখের দোকান থেকে যার দরকার সে সুখ নিয়ে যাবে। আর কেউ দুঃখ দিতে এলে বলবে, 'ও হো হো, এখনও আমার বাকী আছে, আনো, আনো।' একে তুমি পাশে সরিয়ে রাখবে। অর্থাৎ দুঃখ দিতে এলে তা নিয়ে নেবে। তোমার হিসাব বাকী আছে বলেই তো দিতে আসবে ? নয়তো আমাকে তো কেউ দুঃখ দিতে আসে না।

সেইজন্যে এমন সুখের দোকান খোলো যে ব্যস, সবাইকে সুখ দেবে। কাউকে দুঃখ দেবে না। আর যে দুঃখ দেয় তাকে কোনদিন কেউ ছুরি মেরে যায় না কি ? এ সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এই যে শত্রুতা করছে সে এমনি এমনি শত্রুতা করছে না ; দুঃখের বদলা নিচ্ছে।

সেবা করলে সেবা পায় !

এই জগতে সর্বপ্রথম তো বাবা–মায়ের সেবা করা কর্তব্য। মা–বাবার সেবা করলে কখনও শান্তি যাবে না। কিন্তু আজকাল খাঁটি হৃদয়ে বাবা–মা'র সেবা কেউ করে না। ত্রিশ বছরের হলে তো গুরু (পত্নী) আসে। সে বলে, "আমাকে নতুন ঘরে নিয়ে যাও।" গুরু দেখেছো তুমি ? পঁচিশ–ত্রিশ বছরে 'গুরু' পেয়ে যায়, আর 'গুরু' পেয়ে যায় অর্থাৎ বদলে যায়। গুরু বলে যে মা–কে তুমি চেনো না। এ একবারে কানে নেয় না। কিন্তু দু'–তিনবার বলার পরে মোড় ঘুরে যায়।

নয়তো, এই জগৎ এমন যে মা–বাবার শুদ্ধ সেবা করলে তার অশান্তি হয় না। এই জগৎ কিছু ফেলে দেওয়ার মত নয়। লোকেরা বলে ছেলেদেরই দোষ, ছেলেরা মা–বাবার সেবা করে না। এতে মা–বাবার কি দোষ ? তাতে আমি বলি এরা মা–বাবার সেবা করে নি, তাই নিজেরা পাচ্ছে না। অর্থাৎ এই পরম্পরাই ভুল। এখন নতুনভাবে পরম্পরা তৈরী করা হলে ভালো হয়। সেইজন্যে আমি প্রত্যেক ঘরে ঘরে এটা তৈরী করছি। সমস্ত ছেলেরা অলরাইট হয়ে গেছে। মা–বাবাও অলরাইট আর ছেলেরাও অলরাইট !

বড়দের সেবা করলে আমার এই বিজ্ঞান বিকশিত হয়। মূর্তিদের কোনও সেবা হয় কি ? মূর্তিদের কি পায়ে ব্যথা হয় ? সেবা তো অভিভাবকদের, বড়দের বা গুরু থাকলে তাঁদের করতে হয়।

সেবাকে তিরস্কার করে ধর্ম করা যায় ?

বাবা–মার সেবা করা ধর্ম। হিসাব যা খুশী হতে পারে কিন্তু এই সেবা করা তোমার ধর্ম আর যতটুকু তোমার ধর্ম পালন করবে ততটুকু সুখ তুমি পাবে। বড়দের সেবা করলে সাথে সাথে সুখ আসে। বাবা–মার সেবা করলে তুমি সুখী হবে। মা–বাবাকে সুখী করলে সেই মানুষ কোনো সময়েই দুঃখী হয় না।

এক বড় আশ্রমে একজন পরিচিত ব্যক্তিকে আমি দেখেছিলাম। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি এখানে কোথা থেকে ?' সে বললো যে, 'এই আশ্রমে আমি গত দশ বছর থেকে আছি।' আমি তাকে বললাম, 'তোমার মা–বাবা গ্রামে শেষ বয়সে খুবই দারিদ্রের মধ্যে থেকে কষ্ট পাচ্ছেন।' সে বললো, 'এক্ষেত্রে আমি কি করবো ? আমি এদের জন্যে করতে গেলে আমার ধর্ম–কর্ম করা বাদ পড়ে যাবে।' একে ধর্ম কিভাবে বলে ? ধর্ম তো তার নাম যে মা–বাবার সাথে কথা বলবে, ভাইয়ের সাথে কথা বলবে, সবার সাথে কথা বলবে। ব্যবহার আদর্শ হওয়া উচিৎ। যে ধর্ম নিজের ব্যবহারকে তিরস্কার করে, মা–বাবার সম্বন্ধকে তিরস্কার করে, তাকে ধর্ম কিভাবে বলে ?

তোমার মা–বাবা আছেন, না নেই ?

প্রশ্নকর্তা : মা আছেন।

দাদাশ্রী : এখন ভালোভাবে সেবা করো। বার বার এর লাভ পাবে না। আর কোন মানুষ যদি বলে যে আমি দুঃখী তো আমি তাকে বলি তোমার মা–বাবার ভালো করে সেবা করো। তাহলে সংসারে তুমি দুঃখ পাবে না। ধনী না হতে পারো কিন্তু দুঃখ পাবে না। ধর্ম পরে হওয়া উচিৎ। এর নাম ধর্ম কি করে হয় ?

আমিও মায়ের সেবা করেছি। কুড়ি বছর বয়স ছিল অর্থাৎ যুবা

অবস্থা ছিল। তাই মায়ের সেবা করতে পেরেছিলাম। বাবাকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই সেবা হয়েছিল। ফের মনে হলো, এরকম তো কতজন কত জন্মে বাবা হয়েছেন, এখন কি করবো ? উত্তর এলো, 'যিনি আছেন তাঁর সেবা করো।' যিনি চলে গেছেন তিনি গেছেন। কিন্তু বর্তমানে যিনি আছেন তাঁর সেবা করো আর না থাকলে তার চিন্তা করো না। সব–ই অনেক হয়ে গেছে। ভুলে গেলে সেখান থেকে আবার গোনো। মা–বাবার সেবা করলে তো প্রত্যক্ষ, নগদ পাওয়া যায়। ভগবানকে দেখা যায় না, এঁদের তো দেখা যায়। ভগবানকে কোথায় দেখা যায় ? আর মা–বাবাকে তো দেখা যায় !

সব থেকে প্রয়োজন, বৃদ্ধদের সেবার !

এখন যদি কেউ সবথেকে বেশী দুঃখী তো তাদের মধ্যে বাড়ির ষাট–পঁয়ষট্টি বছরের ব্যক্তিরা খুব দুঃখী থাকেন আজকাল। কিন্তু এরা কাকে বলবেন ? ছেলেরা শোনে না। পুরোনো যুগ আর নতুন যুগের মধ্যে অনেক পার্থক্য হয়ে গেছে। বৃদ্ধেরা পুরোনো সময়কে ছাড়তে পারে না ; কষ্ট পায়, তবুও ছাড়তে পারে না।

প্রশ্নকর্তা : পঁয়ষট্টি বছরে প্রত্যেকের–ই তো এই অবস্থাই হয় !

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এমনই অবস্থা। এদের তো এমনই অবস্থা। সেইজন্যে বাস্তবে এই সময়ে কি করা প্রয়োজন ? তাই আমি ভেবেছিলাম যে কোনও জায়গায় যদি এরকম বৃদ্ধদের থাকার আস্তানা করা যায় তো খুব ভালো হয়। আমি বলেছিলাম, এরকম যদি কিছু করা যায় তো আগে আমি এই জ্ঞান দিয়ে দেব। পরে এদের খাওয়া–দাওয়ার ব্যবস্থা এখানে পাবলিককে বা অন্য সামাজিক সংস্থাকে দিয়ে দিলেও চলবে। কিন্তু এই জ্ঞান যদি পায় আর দর্শন করে তো তাতেও কাজ চলে। এই জ্ঞান পেলে তবেই শান্তি পাবে বেচারারা, নয়তো শান্তি কিসের আধারে থাকবে ? তোমার কি মনে হয় ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, ঠিক আছে।

দাদাশ্রী : পছন্দ হওয়ার মত কথা নয় কি ?

বৃদ্ধাবস্থায় ষাট–পঁয়ষট্টি বছরের মানুষ যদি ঘরে থাকে আর কেউ তাকে গুণতির মধ্যে না আনে তো কি হয় ? মুখে কিছু বলে না কিন্তু অন্তরে খারাপ কর্ম বেঁধে নেয়। সেইজন্যে লোকেরা যে বৃদ্ধাশ্রমের ব্যবস্থা করেছে, সে ব্যবস্থা খারাপ নয়, হেল্পিং। কিন্তু একে বৃদ্ধাশ্রম নয়, খুব সম্মানসূচক এমন নাম দেওয়া উচিৎ যে সম্মানজনক মনে হয়।

সেবা দ্বারা জীবনে সুখ–সম্পত্তি

প্রথমে মা–বাবা, যাঁরা জন্ম দিয়েছেন তাঁদের সেবা। পরে গুরুর সেবা। গুরুর সেবা আর মা–বাবার সেবা তো অবশ্য করা উচিৎ। তবে গুরু যদি ভাল না হয় তো সেবা ছেড়ে দেওয়াই উচিৎ।

প্রশ্নকর্তা : এখন যে মা–বাবার সেবা করে না, তো তার কি গতি হবে ?

দাদাশ্রী : মা–বাবার সেবা না করলে সে এ জন্মে সুখী হবে না। মা–বাবার সেবা করার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি ? তাতে বলা হয় যে মা–বাবার সেবা করলে সমস্ত জীবনে দুঃখ আসে না, বাধা–বিঘ্ন আসে না।

আমাদের হিন্দুস্তানের বিজ্ঞান তো খুব সুন্দর ছিল। সেইজন্যেই শাস্ত্রকাররা ব্যবস্থা করেছিলেন যে মা–বাবার সেবা করবে যাতে জীবনে তোমার অর্থকষ্ট না হয়। এখন এটা ন্যায়সঙ্গত অথবা ন্যায়সঙ্গত নয় তা আলাদা কথা কিন্তু মা–বাবার সেবা তো অবশ্য করার যোগ্য। কারণ যদি তুমি সেবা না করো তো তুমি কার সেবা পাবে ? তোমার পরের প্রজন্ম কিভাবে শিখবে যে তুমি সেবা পাওয়ার যোগ্য ? ছেলেরা সব কিছু দ্যাখে। এ দ্যাখে যে আমার ফাদার তো কোনোদিনও তার বাবার সেবা করে নি ! সেক্ষেত্রে সংস্কার–সিঞ্চন হয় না।

প্রশ্নকর্তা : আমি এটাই বলতে চাইছিলাম যে পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য কি ?

দাদাশ্রী : ছেলেদের পিতার প্রতি কর্তব্য পালন করা উচিৎ। আর ছেলেরা যদি কর্তব্য পালন করে তো কি লাভ পায় ? যে ছেলেরা মা–

বাবার সেবা করে তাদের কোনদিন পয়সার কষ্ট হয় না, এদের সমস্ত প্রয়োজন পুরো হয়ে যায়। আর গুরুর সেবা করলে মোক্ষে যাবে। কিন্তু আজকালকার লোকেরা মা–বাবার কিংবা গুরুর সেবা করে না তো ? এইসব লোকেরা দুঃখীই হবে।

মহান উপকারী, মা–বাবা

যে মানুষ মা–বাবার দোষ দ্যাখে তার কোনদিন সমৃদ্ধি আসবে না। পয়সা থাকতে পারে হয়তো কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি কখনও হয় না। মা–বাবার দোষ দেখতে হয় না। উপকার কিভাবে ভুলে যাবে ? কেউ চা খাওয়লে তার উপকার ভোলার নয়। তো তুমি মা–বাবার উপকার কিভাবেই বা ভুলবে ? বুঝতে পারলে ? হ্যাঁ, ... খুব উপকার মানবে। খুব সেবা করবে। ফাদার–মাদার -এর খুব সেবা করা উচিৎ।

এই জগতে তিনজন মহান উপকারী। এই উপকারকে ভুলবেই না; ফাদার–মাদার আর গুরুর! তোমাকে যাঁরা রাস্তায় তুলেছেন তাঁরা – এই তিনজনের উপকার ভোলার নয়।

'জ্ঞানী'র সেবার ফল

আমার সেব্যপদ গুপ্ত রেখে সেবকভাবে আমাকে কাজ করতে হবে। 'জ্ঞানীপুরুষ'কে তো সমস্ত ওয়ার্ল্ড–এর সেবক আর সেব্য বলে। সমস্ত জগতের সেবা 'আমি' করছি আর সমস্ত জগতের সেবাও 'আমি' নিচ্ছি। এ যদি তুমি বুঝতে পারো তো তোমার কার্যোদ্ধার হয়ে যাবে!

'আমি' এতদূর পর্য্যন্ত দায়িত্ব নিয়েছি যে কোনও মানুষ আমার সাথে দেখা করতে এলে তার যেন 'দর্শন' এর লাভ হয়। 'আমার' কেউ সেবা করলে তার দায়িত্ব আমার উপরও এসে পড়ে আর আমার তাকে মোক্ষে নিয়ে যেতেই হয়।

–জয় সচ্চিদানন্দ

শুদ্ধাত্মার প্রতি প্রার্থনা

(প্রতিদিন একবার বলতে হবে)

হে অন্তর্যামী পরমাত্মা ! আপনি প্রত্যেক জীবের অন্তরে বিরাজমান, তেমনি আমার অন্তরেও বিরাজমান। আপনার স্বরূপ–ই আমার স্বরূপ। আমার স্বরূপ শুদ্ধাত্মা।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আমি আপনাকে অভেদভাবে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি।

অজ্ঞানবশতঃ আমি যে যে ** দোষ করেছি, সেই সমস্ত দোষ আপনার সম্মুখে স্বীকার করছি। হৃদয়পূর্বক তার অনেক পশ্চাতাপ করছি এবং আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হে প্রভু ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন এবং পুনরায় এমন দোষ না করি, আপনি আমাকে এমন শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আপনি এই কৃপা করুন যাতে আমার ভেদভাব দূর হয় এবং অভেদ স্বরূপ প্রাপ্তি হয়। আমি আপনার সাথে অভেদ স্বরূপে তন্ময়াকার হয়ে থাকি।

** যা যা দোষ হয়েছে, তা মনে মনে বলতে হবে।

প্রতিক্রমণ বিধি

প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানকে সাক্ষী রেখে, দেহধারী (যার প্রতি দোষ হয়েছে সেই ব্যক্তির নাম) –র মন–বচন–কায়ার যোগ, ভাবকর্ম–দ্রব্যকর্ম–নোকর্ম থেকে ভিন্ন এমন হে শুদ্ধাত্মা ভগবান আপনাকে সাক্ষী রেখে আজকের দিন পর্য্যন্ত আমার যা যা ** দোষ হয়েছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হৃদয়পূর্বক অনেক পশ্চাতাপ করছি। আমাকে ক্ষমা করুন। আর পুনরায় এমন দোষ কখনও করব না, এরকম দৃঢ় নিশ্চয় করছি। আমাকে এর জন্য শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন।

** ক্রোধ–মান–মায়া–লোভ, বিষয়–বিকার, কষায় ইত্যাদি দ্বারা কাউকে দুঃখ দিয়ে থাকলে সেইসব দোষ মনে করতে হবে।



সেবার ফল.....

জগতের কাজ করো , তোমার কাজ হতেই থাকবে । জগতের কাজ করলে তোমার কাজ আপনা থেকেই হতে থাকবে আর তখন তোমার আশ্চর্য্য লাগবে ।

মানুষ যখন থেকে কাউকে সুখ দিতে শুরু করলো তখন থেকে ধর্মের শুরু হলো । নিজের সুখ নয় কিন্তু সামনের ব্যক্তির অসুবিধা কি করে দূর করা যায় - এটাই যখন থাকে করুণার সূত্রপাত হয় । শিশুকাল থেকেই আমার অন্যের অসুবিধা দূর করার প্রচেষ্টা ছিল । নিজের জন্যে যখন বিচার না আসে তখন তাকে করুণা বলে । তার থেকেই 'জ্ঞান' প্রকট হয় ।

- দাদাশ্রী



dadabhagwan.org



Printed in India

Price ₹ 20